নতুন সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক : সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপেরা ॥ ২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : ত্রিনয়নী প্রিণ্টার্স
৬১/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০০০৬

শ্রীঅজিত কর

করকমলেষু

রাজদর্শন
সাজানো বাগান
মেঘ ও রাক্ষস
নরক গুলজার
শুকসারী
চাকভাঙা মধু
পরবাস
পাহাড়ী বিছে
কেনারাম বেচারাম
নেকড়ে
নীলকণ্ঠের বিষ
অবসন্ন প্রজাপতি
বেকার বিদ্যালঙ্কার
আরক্ত গোলাপ
সিংহদ্বার
জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ

মৃত্যুর চোখে জল
টাপুর টুপুর
কালবিহঙ্গ
পাখি
আমি মদন বলছি
চোখে-আঙুল দাদা
সন্ধ্যাতারা
তক্ষক
ব্ল্যাকপ্রিন্স
কামধেনু
কোথায় যাবো
কাকচরিত্র
মদনের পঞ্চকাণ্ড
নৈশভোজ
সত্যিভূতের গপ্পো
তেঁতুলগাছ
বাবুদের ডালকুকুরে
অশ্বত্থামা

একটি গুরুতর প্রহসন

... ...

ধুলায় যাঁর শয্যা, পরণে যাঁর বাঘছাল, গায়ে ভস্ম মেখে নিত্য যিনি ন মশানে ভূতপ্রেতের সংগে দিন কাটান, সেই কৈলাসেশ্বর বাবা শিবঠাকুর মর্ত্যের গরিব চাষাভুষোর নেতা হয়ে লড়ে গেলেন ঘোড়াডাঙা গ্রামের জোতদার হাঁচু সিংগিকে নাশ করতে। ব্যোম্ ব্যোম্ নাদ ছেড়ে বাবা বললেন ঃ দূর্ দূর্, লাঠি কি কাজে লাগবে? খালি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো, ব্যস্, পাষণ্ড জোতদার একমুঠো ছাই হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে! হুঁ! হরিদ্বার চৌকিদার দানাদার এতো দার শুনেছি, জোতদার কি দার সেটা দেখে নেব।

...ওদিকে জোতদার-রাষ্ট্রমন্ত্রী হাঁচু সিংগি বেগতিক বুঝে...তলে তলে বন্দুকের নলটা ভরে শিবকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের টোপ দিল। বাবার মাথায় অতশত নেই, গিলে বসলেন। ব্যস্, মিসায় আটক! বাবা নাকি ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলার, জটার মধ্যে গাঁজার কল্কে পাওয়া গেছে! মহাপ্রলয়কর্তা বাবা শিবঠাকুর এর পরে যা দেখাবেন, সে আরো বিচিত্র, রোমাঞ্চকর, ভয়ঙ্কর...

...একটি মাত্র সেট। ইচ্ছে করলে ভেঙ্গে চারখানা করা যায়। তখন প্রথম অঙ্ক দু'টুকরো হবে ঃ (১) কৈলাস (২) ঘোড়াডাঙার বেলতলা। দ্বিতীয় অঙ্কের টুকরো দুটি হবে ঃ (৩) ঘোড়াডাঙার চাষীবাড়ির উঠোন (৪) হাঁচু সিংগির বাড়ি। ভাঙতে কারুর অসুবিধা হবে না।

চরিত্র

....

শিব

নন্দী

ভৃঙ্গী

গণেশ

কার্তিক

ছিদেম

বংশীবদন

তাঁতী

গোবর্ধন

গাওনা বুড়ো

ভিখারী ছেলে

হাঁদু সিংগি

পুরুত

নায়েব

ইয়াসিন

ঢুলী ॥ হারমোনিয়ম বাদক

মা দুর্গা

বাসিনী

শিবের অসাধ্যি

....

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[পর্দা ওঠার আগে ঢাক ঢোল কাঁসির বাজনাটা বেশ জোরে জোরেই চলছিল। পর্দা সরে যেতে বাজনাটাও দূরে সরে গেল। বহুদূরে টিমটিম করে বাজতে লাগল। মঞ্চের পশ্চাৎপটে ফাঁক-ফাঁক করে দাঁড় করানো পর-পর পাঁচটি পৃষ্ঠপট। মাপ সমান নয়, মাঝেরটি সবচেয়ে বড়, দু'পাশে দুটি মাঝারি, প্রান্তের দুটি সকলের ছোট। অর্থাৎ মাঝের উঁচু থেকে ক্রমশ দু'পাশে মাথাগুলো নিচু হয়েছে। অবিকল দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রের মতো দেখাচ্ছে। পাঁচটি পটের গায়ে এক-একটি প্রতিমার আকারের খোপ কাটা, বর্ডারগুলিতে আলপনা আঁকা। সারা মঞ্চে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভাসছে। মাঝের খোপ তিনটিতে হাল্কা নীল আলো ফুটে রয়েছে। সবচেয়ে বড়টির মধ্যে দেবাদিদেব শিবঠাকুরের মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মাথায় জটাজুট, পরনে বাঘছাল, ভস্মমাখা শিবঠাকুর কানে ধুতুরাফুলের দুল ঝুলিয়ে মস্তবড় কল্কেতে পেল্লায় টান বসাচ্ছে। টানের পরে নেপথ্যে সমবেত গম্ভীর নাদ উঠছে : বো—ও—ওম্! খানিক পরে রাশিকৃত ধোঁয়া যখন শিবের ফুল্‌কো গালের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে, নেপথ্যে সমবেত ধ্বনি উঠেছে : ফু—উ—উ—স্! শিব নেশায় চুরচুর, দুচোখ বন্ধ। কিছু পরে শিবঠাকুরের দুই পাশের দুই ঘুলঘুলিতে নন্দী ও ভৃঙ্গী উদয়

হল। ভৃঙ্গীর কাঁধে পোঁটলা-পুঁটলি। দু'জনেরই সাজ বাহারী। ভৃঙ্গী হাবা গোবা, তার মাথাটি কামানো। নন্দী চালাক-চতুর, চুল জুল্‌পি পোষাক সব হাল ফ্যাসানের, হিপির মতো। নন্দী ও ভৃঙ্গী গান ধরল—]

নন্দী ভৃঙ্গী। জয় জয় শিব শম্ভু কৈলাসের পতি
জয় জয় ভগবান অগতির গতি।
জয় জয় ত্রিলোচন শ্মশানবিহারী
জাগো বাবা ভস্মমাখা জটাজুটধারী।

শিব। (কল্কেতে টান দিল) বো—ও—ওম্‌!

নন্দী-ভৃঙ্গী। [গলা তুলে]
জাগো বাবা পূর্ণশশী গঞ্জিকাবিলাসী
মধু মধু হাসি খুশি সদাই উদাসী।
জাগো ভোলা সর্বভোলা বাবা ভোলানাথ
জাগো জাগো আশুতোষ করো নেত্রপাত।

[শিব প্রচুর ধোঁয়া টেনে গাল ফুলিয়ে ঝিম্‌ ধরে রয়েছে]

নন্দী। হবে না…হবে না…চোখের পাতা এঁটুলির মতো সাঁটা…

ভৃঙ্গী। বাবা…বাবাগো…

নন্দী। (ভৃঙ্গীকে খিঁচিয়ে) ব্যাবাগো—! ন্যাকা, তোর জন্যেই এমনটা হোল! জানিস আজ আমরা মর্ত্যে যাব, কোন্‌ আক্কেলে ব্যাটা কল্কে ধরিয়ে দিলি! না ফাটিয়ে নড়বে!

ভৃঙ্গী। কত আশা করে রইচি…মর্ত্যে যাব…সত্তুমি, অষ্টুমি, নওমী, দশুমী…পূজোর কটা দিন ফুর্তিফাত্তা করব…

নন্দী। (ভেংচি কেটে) নাচুগান্নু করব!

ভৃঙ্গী। (কাঁদতে কাঁদতে) নারকেল নাড়ু…চন্দরপুলি…পেসাদ খাব…

নন্দী। মাল টানব…সাট্টা খেলব…

ভৃঙ্গী। কলকাতার এমুড়ো-ওমুড়ো দেখেশুনে বেড়াব…

নন্দী। পাতালরেল…দ্বিতীয় হাওড়ার পুল…থ্যাটারে ক্যাবারে!

ভৃঙ্গী। বাবা…বাবারে…

নন্দী। পইপই করে বললাম, ওরে ব্যোম্‌ভোলারে বিশ্বেস নেই। এখন নে, মর্ত্যে নেমে ফুর্তি তো ঢের হয়েছে, কৈলাসে বসে ঐ কামানো গালে কাতুকুতু খা! ন্যাকা ষষ্ঠী!

[বলেই নন্দী একটা লম্বা কাঠি বাড়িয়ে শিবের ফুল্‌কো গালে খোঁচা দিয়ে বসল।]

শিব। (খোঁচা খেয়ে শিবের ফুল্‌কো গালে টুসকে একটা শব্দ হয়) —প-অ-ক্!

[নেপথ্যে ব্যোম্ ব্যোম্ নাদ ওঠে। ঢাকের বাজনা জোর হয়। নানা রঙের আলো শিবের মুখে কাঁপতে থাকে। শিবের সর্বাঙ্গ থরথর করছে। ভয়ানক কিছু ঘটবে মনে হয়।]

ভৃঙ্গী। (সভয়ে কান্না ভুলে) কি করলি! বাবা…ব্যোমশংকর… বাবা বিশ্বেশ্বর…

[ভৃঙ্গী করজোড়ে বিড়বিড় করতে থাকে। শিব কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ স্থির হয়। আকর্ণ-বিস্তৃত মনোহর হাসিটা দেখা দেয়। শিব জুল-জুল চোখে তাকায়।]

শিব। (দুলতে দুলতে) কে রে? আমি কে রে?

ভৃঙ্গী। বাবা বিশ্বেশ্বর···ব্যোম্‌শংকর···মহাদেব···বাবা শিবঠাকুর-উ—র!

শিব। (মাথা দোলাতে দোলাতে) আমি কোথায় রে?

ভৃঙ্গী। কৈলেসে বাবা···

শিব। (দুলতে দুলতে) কৈলেস দুলছে কেন রে?

ভৃঙ্গী। গ্যাঁজার টানে বাবা···

শিব। (দুলতে দুলতে) ঢ্যাম্‌-গুড়-গুড় ঢ্যাম্‌-গুড় গুড়···কোথায় বাদ্যি বাজেরে···

নন্দী। মর্ত্যে···মর্ত্যে ঢাকে কাঠি পড়েছে!

শিব। কাঁইনানা···কাঁইনানা···এতদূরে শোনা যায়! কিবা জাঁকের বাদ্যিরে···

নন্দী। আজ ষষ্টী···রাত পোহালে সপ্তমী···

ভৃঙ্গী। ব্যা ব্যা ডাক ভেসে আসছে···

নন্দী। প্যাঁটা বলি শুরু হবে···

ভৃঙ্গী। আমরা কি এবচ্ছর কিছু দেখতে পাব না বাবা!

শিব। সাজুগুজু শেষ করেছ! একেবারে থুঁতুনি অবধি জুল্‌পি গেঁথেছ বাবা! (নন্দীর জুল্‌পি খামচে ধরে) খোঁচা মারলি কেন?

নন্দী। ঐ ভৃঙ্গী বাবা, আমি না···তোমার ভৃঙ্গী।

শিব।, মার ব্যাটাকে। [ভৃঙ্গীর মাথায় কিল মারে]

ভৃঙ্গী। বাবাগো— [কেঁদে ওঠে।]

শিব। ওরে ব্যাটা ভৃঙ্গী, আমার জীবদ্দশায় গুরুদশার কামান দিয়েছিস! (ভৃঙ্গীর মাথায় দুম্‌ করে এক কিল মেরে) কাঁচা

নেশাটা খুঁচিয়ে একেবারে মেজাজ খচিয়ে দিলি! (কল্‌কে টানতে যায়) ব্যোম্‌···

নন্দী। (শিবের হাত টেনে) আর টেনো না বাবা···

শিব। (রক্তবর্ণ চোখে) ছিলিমটা শেষ করতে দে!

নন্দী। ও ছিলিম সম্পূর্ণ করতে ওদিকে যে বিসর্জনের ঢাকে কাঠি পড়বে গো! তখন মালের বোতল খালি···

ভৃঙ্গী। খালি বোতল ছাড়া প্যাণ্ডেলে আর পড়ে থাকবে পুরুতের ভাঙা খড়ম। তখন আর গিয়ে কী হবে?

শিব। (হেসে) ওরে সাজ গোজ ছেড়ে ফেল! এবারে তো যাওয়া হবে না রে···

নন্দী ভৃঙ্গী। হবে না?

শিব। না···তোমাদের মায়ের শরীর খারাপ! হ্যাঁরে, কাল সারাটা রাত্তির নাকে কাঠি দিয়ে সে হেঁচেছে। কাঠি দেয় আর হাঁচে··· শয্যে ছেড়ে ওঠবার জো নেই। (জোরে দুর্গার উদ্দেশ্যে) কেমন আছো গো! (নন্দী ভৃঙ্গীকে) সেই যদি না যায়, আমরা আর কী করতে যাব বল্‌··· (দুর্গার উদ্দেশ্যে) ও গিন্নি···

নন্দী। গিন্নি এতক্ষণ মর্ত্যে নেমে সিন্নি খাচ্ছে!

শিব। না না, হাঁচছে। মর্ত্যে এবার যেতে পারবে না সে!

নন্দী। ঐ বুঝে থাকো। সে এখনও কৈলেসে বসে রয়েচে ভেবেছ?

শিব। গিন্নি চলে গেছে!

ভৃঙ্গী। কখন! কার্তিকদা গণেশদা আর সরোদি লক্ষ্মীদিকে বগলদাবা করে নিয়ে কোন্‌ সকালে মা সাঁক্‌ করে নিচে নেমে গেল! এতক্ষণে বাতাবিলেবু ছাড়াচ্ছে বলে···

শিব। ছাড়াচ্ছে···আমাকে না নিয়ে···বাতাবিলেবু ছাড়াচ্ছে···

নন্দী। ছাড়াবে না ? ওদিকে নিচের মানুষজন তাকে ডাকাডাকি শুরু করছে, তাদের দুঃখু ছাড়াতে যাবে না মা দুগ্‌গতিনাশিনী···!

শিব। ও গিন্নি, তুমি আছো না গেছো। (কোনো সাড়া না পেয়ে) কখন চলে গেল ! যাবার আগে ডাকতে পারিসনি ?

নন্দী। আমরা তো ডাকতেই গেছিনু, মা-ই তো মানা করল···

শিব। মানা করল !

নন্দী। তাই তো ! তোমার ঝিমুনি দেখেই তো মা বলল, নন্দী-ভৃঙ্গী ঘা দিসনি, বুড়ো ঝিমুচ্ছে···এই ফাঁকে কেটে পড়ি।

শিব। কেটে পড়ি···

নন্দী। তবে ? থাকো আর একটু ব্যোমভোলা হয়ে ! পষ্ট বলে গেল তুমি একটা চিরকেলে ঝঞ্চাট !

[সহসা একটি খোপে সুসজ্জিতা দুর্গার আবির্ভাব হয়]

শিব। (ডুকরে ওঠে) গিন্নি ! তুমি আছো ! এই পেছন-পাকা দুটো বলে কিনা আমায় ফেলে তুমি চলে গেছ !

দুর্গা। মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হল। পেন্নাম করতে ভুলে গেছি। দেখি একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।

শিব। (পা বাড়িয়ে আবার গুটিয়ে নেয়) ধুলো কেন, আমায় নিয়ে যাবে না !

দুর্গা। আবার !

নন্দী। ফি-বছর মর্ত্যে নেমে তুমি একটা না একটা ঝামেলি পাকাও না ?

শিব। কী পাকাই ? [ভৃঙ্গীর মাথায় চাটি মারে]

ভৃঙ্গী। ইঃ! বলছে ও, মারছে আমায়!

শিব। মেরে গুঁড়ো করে ফেলব···আমি ঝামেলি পাকাই?

দুর্গা। পাকাওনি? গেল বারে আহিরিটোলা প্যাণ্ডেলে···

নন্দী। সন্দেশের অভিনব পিতিমেখানা তুমি কামড়ে খাওনি?

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, পিতিমে খেয়েছে!

দুর্গা। গবগব করে···!

ভৃঙ্গী। সন্দেশের অভিনব পিতিমেখানা মুহূর্তে পাতলা করে দিল!

শিব। সন্দেশ খাব না?

নন্দী। সন্দেশ খাবে খাও, তা বলে মা'র পিতিমে খাবে!

শিব। খাব, সন্দেশ দেখলেই খাব!

দুর্গা। কথা শোন্! উনি আমার পিতিমে খাবেন, ওঁকে নিয়ে যেতে হবে···প্যাণ্ডেলে উঠতি বয়সের মেয়েদের কুনুই-এ খোঁচাবেন ত্রিশূল···তবু ওঁকে নিয়ে যেতে হবে···

শিব। বগল-কাটা জামা দেখলেই খোঁচাব···

দুর্গা। তুমিতো খুঁচিয়ে খালাস! হ্যাপা যত পোহাতে আছি আমি! মর্ত্যবাসীরা যেই না তোমায় পাকড়াতে গেল, ক্ষেপে ব্যোম হয়ে দিলে তেরপলে আগুন ধরিয়ে। চতুর্দিক দাউ দাউ করছে···

নন্দী। মা তোমায় ঠেকাবে, না নিজে পালাবে···সাধে কি আর ফুটিয়ে যাচ্ছে!

শিব। অ্যাই নন্দী! [শিব নন্দীর চুল ধরতে যায়]

নন্দী। (একটু সরে গিয়ে) চুলে হাত দিয়ো না।

দুর্গা। ফি-বচ্ছর একটা না একটা কীর্তি করে বসছ! তোমায় সামলাতে সামলাতেই চারটে দিন পার হয়ে যায়! ভবের দুর্গতি এক ফোঁটাও নাশ করা হয় না।

[শিবকে প্রণাম করে]

মর্ত্যের আজ যে বড় হুর্দিন গো। প্রভূত প্রতিপত্তিশালী জোতদারের অত্যাচারে বাছারা সব ওদিকে কেঁদে ভাসাচ্ছে। আশীর্বাদ কর গো, যেন এই অসুরের হাত থেকে বাছাদের আমি বাঁচাতে পারি। গরিবের চোখের জল মুছে দিয়ে আসতে পারি।

[হুর্গা প্রস্থানোদ্যত]

শিব। গিন্নি!

হুর্গা। ভাল হয়ে থেক।

শিব। গিন্নি···ও গিন্নি ··আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না গো!

হুর্গা। মরণ! বুড়ো বয়সে ছেলেপুলের সামনে আদিখ্যেতা করো না ··· (ঘুরে) অ্যাই নন্দী, বড় দেখে কল্কে সেজে দে, শেষ করতে করতে এসে পড়ব।

[হুর্গা চলে যায়]

নন্দী। হলো তো? ওই গ্যাঁজাই টানো! ফুটিয়ে গেল!

শিব। দেখবি তোরা!

নন্দী। মা বলে গেছে, তুমি একটা ল্যাংবোট!

শিব। রাগাসনি কিন্তু···ফোট্!

নন্দী। মা তোমাকে পাত্তাই দেয় না!

শিব। আমার কিন্তু মাথার ঠিক নেই! নন্দী, ভাল হবে না কিন্তু···

ভৃঙ্গী। মা ভক্তি দিয়ে হাওয়া!

শিব। নন্দী ভৃঙ্গী-ই-ই!

[শিব ঘুরে ত্রিশূল তুলে নিতে নন্দী ও ভৃঙ্গী ততক্ষণে

টুপটাপ অন্তর্হিত। ত্রিশূলহাতে অল্পকাল চুপ থেকে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে···]

সবাই মিলে পেছনে লেগেছে! আছি একটু ভোলে ভালা—তাই আমাকে হেলাফেলা !···আমি তোমার দুগ্‌গুতিনাশে বাধা দিই, না ? মনোমোহিনী প্রেয়সী·· আমায় দুঃখু দিয়ে, ভবের দুঃখু নাশ করতে ছুটেছ !

[শিব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। নন্দী ও ভৃঙ্গী আস্তে আস্তে মাথা বার করছে]

সবাই ফুটিয়ে যাবে ! ডিম পেয়েছে।

ভৃঙ্গী। (নন্দীকে) কাঁদছে রে ! (শিবকে) বাবা···বাবাগো···

[শিব অভিমানে ফুলে ফুলে ওঠে। চুষিকাঠির মত বুড়ো আঙুলটা গালে ঢুকিয়ে চোষে। নন্দী আঙুলটা বার বার টেনে বার করে দেয়, স্যাঁৎ স্যাঁৎ স্প্রীং-এর মত সেটা ভেতরে ঢুকে যায়]

নন্দী। ওঃ, ক্ষয়ে গেল যে !

শিব। পায়ের ধুলো নেবে, তবু আমায় নেবে না ! (এক চোখে আঙুলটা দেখে নিয়ে) একেবারে সুতো করে ফেলব !

নন্দী। (আঙুলটা টানতে টানতে) রাগ কোরো না গো ! মা'র কি দাঁড়াবার জো আছে ! মর্ত্যে এক অত্যাচারী জোতদার··· হ্যাঁগো·· বিষম কাণ্ড করছে, তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেখানে লোকজন কেঁদে ভাসাচ্ছে ! তাই না শুনে মা ধনুষ্টংকারের মতো খাড়া !

ভৃঙ্গী। দুগ্‌গুতিতারিণী তো···

শিব। কার জ্বালায় বললি ?

নন্দী। (ভেবে নিয়ে) জোতদার !

শিব। জোতদার কী রে ?

ভৃঙ্গী। জোতদার হোল গিয়ে জোতদার···মানে সে হোল গিয়ে··· অ্যাই নন্দী, জোতদার কী রে ?

নন্দী। এক রকমের দার—

শিব। চৌকিদার, দফাদার, দানাদার, হরিদ্বার···এত দার শুনেছি, জোতদার কী দার রে ?

নন্দী। দূর ঘোড়ার ডিম ! তা আমরা কি করে জানব, আমরা কি প্যাঁড়দার ?

শিব। (পুলকে শিহরিত হয়ে) জোতদার ! অহো ! জোতদার ! অহো জোতদার ! ফতুয়া নিয়েছিস ?

নন্দী ভৃঙ্গী। ফতুয়া !

শিব। আমি জোতদারের কাছে যাব !

নন্দী ভৃঙ্গী। বাবা !

শিব। আমি মর্ত্যে যাব। টুপি নিয়েছিস ? চ ! কৈলাসের মাথায় চড়ে ঝাঁপ মারি ! অহো জোতদার !

[তিন মূর্তি খোপের ভেতর থরথর করে কাঁপছে। যেন দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ুচ্ছে। আলো বিচিত্রভাবে তাদের মুখে কাঁপছে। নেপথ্যে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজনা জোর হোল]

শিব। ও গিন্নি! আমি আসছি কিন্তু···অহো জোতদার !··· অহো জোতদার··· !!

[ঝপ করে আলো নেভে এবং খোপগুলির মুখে ছোট ছোট পর্দা ঢাকা পড়ে।

আলো ফুটল। নেপথ্যে গান শোনা যাচ্ছে। দেশে বন্যা এলে যে স্থরে গাওয়া হয়]

গান : এসে বসেছে
দশমায়া এসে বসেছে···
হরষে ভুবন আলো হয়েছে !
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিনযামিনী সমান করেছে···

[গান ও বাজনা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। উল্টোদিক থেকে গ্রামবাসীরা শঙ্কিত মুখে ঢুকল। গোয়ালা গোবর্ধন, জেলে বংশীবদন এবং তাঁতী]

গোবর্ধন। অই···অই বেরুয়ে পড়েছে ! শালা চ্যাদা আদায়ের পার্টি !

বংশী। (তোত্‌লা) পূ-উ-জোর চ্যাদা, না বন্যের সাহায্যি···কে-এডা কবে !

তাঁতী। বারোমাসে তেরো পাব্বুন লেগেই রয়েছে···লেগেই রয়েছে ! পূজো করবি তো মোদের ঘাড়ে কুড়ুল না মেরে নিজেরা কর্‌।

গোবর্ধন। পূজো না ছেরাদ্দ ! চ্যাদার ট্যাকায় মাল খেয়ে খ্যামটা লাচবে ! লায়েবটারে গ্যাখ্‌, ভাবে রসে গদোগদো···

তাঁতী। হবে না ? শালা দশহাতে ঝাড়বে ! বস্তা বস্তা ধান চাল, গাঁট গাঁট কাপড়, লাখ টাকার বাজিট্‌ !

গোবর্ধন। সব্বোস্ব জোগাও। আর এই মহামায়ার আরাধনায় না লাগে কি···খাঁটি মধু থেকে খাঁটি বেশ্যা বাড়ির মাটি !

[সকলে হেসে উঠল]

তাঁতী। বোঝো! ভেজাল চলবে না, খাঁটি লাগবে! (সবাই হাসে) এসে পড়ল গো···

[তাঁতী পালাবার জন্য ছুটতে ঢুলী ঢুকে পড়ে ঢোলে একটা ঘা মারল। তাঁতী দাঁড়াল। ধীরে ধীরে চাঁদা আদায়ের পার্টি ঢুকল। একজনের মাথায় একটা কলা-বৌ, লালপেড়ে শাড়ি পরানো। হারমোনিয়ম বাদক গান গাইছে। বরণডালা তেল সিঁদুর নিয়ে বাসিনী নাপতেনি রঙ্গ করছে। মস্ত হিসেবের খাতা হাতে নায়েব ভাবরসে বিভোর হয়ে আছে। দলটি তাঁতী, বংশী ও গোবর্ধনকে মাঝে রেখে গোল হয়ে ঘোরে। হেঁড়ে গলায় গায়]

হারমোনিয়ম বাদক। (গান)

এসে বসেছে···
দশমায়া এসে বসেছে ··
হরষে ভুবন আলো হয়েছে···
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন যামিনী সমান করেছে।
না কাঁদিস ও গ্রামবাসী···
ওরে ও অবোধরাশি···
মুখে আন খুশির হাসি
গলায় পর চাঁদার ফাঁসি
দেখবি সকল ভাল হয়েছে!

নায়েব। এসে গেছে, মা এসে গেছে···মা···

হারমোনিয়ম। সিংহবাহিনী…মহিষমর্দিনী…বিদমহে…

নায়েব। ওরে আয়-আয়-তোরা আয়। ওপর থেকে নেমে এসেছে… গজগামিনী মা! ওরে কোথায় তোরা…বাবু হাঁহু সিংগির গৃহে তাঁর অর্চনা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হচ্ছে!

ঢুলী। (ঢোল হাঁকিয়ে) কামারপাড়া, কুমোরপাড়া তাঁতীপাড়া…

বাসিনী। (জোরে) মহাষষ্ঠীর লগ্ন বয়ে যায় গো…

নায়েব। দিয়ে যা…দিয়ে যা নৈবেদ্য…বিনি নৈবেদ্য পূজো হবে না সিদ্ধ…

ঢুলী। (গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে)

আয় আয় খদ্দের নড়েচড়ে,
কলার কাঁদি ঘাড়ে করে…

বাসিনী। (জোরে) কলা-বৌ পিতিষ্ঠে হবে গো…

ঢুলী। (তাঁতীকে) কোথায় গেল সব অ্যাঁ? পিটিয়ে পিটিয়ে ঢোল ফাঁসিয়ে ফেললাম…চামড়ার পয়সা দিতে হবে কিন্তু!

বংশী। ইবারে যেন খুব জাঁকের পূজো হচ্ছে, অ নাপতেনি…

বাসিনী। জিলার মধ্যে সব্বোশ্রেষ্ঠ! জ্যান্ত পিতিমে! চক্ষু সব ছ্যানাবড়া হয়ে যাবে!

হারমোনিয়ম। প্যাণ্ডেল হয়েছে…আলোয় আলোয় ছয়লাপ্পি! বুঝলে, বিচিত্তির খেলা! প্যাটন ট্যাং চলছে, কিরকেট খেলা চলছে… কপিল দেব ছক্কা মারছে…

বাসিনী। (কোমর নাচিয়ে) তার মধ্যে মা এই হাসছে, এই কাঁদছে! সবই তো হোল নায়েবদা, মালকড়ি কই? বোধন কী দিয়ে হবে গো?

নায়েব। (গোবর্ধনকে) দুধের কি ব্যবস্থা করবি গোবর্ধন?

গোবর্ধন। এজ্ঞে বেবস্থা তো একটা করতিই হবে। বাবুর বাড়ি পূজো! তবে দিনকাল বড্ড কঠিন পড়েচে গো নায়েবমশাই। হাড়োয়াহাটে খোল্‌বিচুলির দর আকাশ ছুঁয়েছে।

নায়েব। কাপড়ের কি ব্যবস্থা করবি তাঁতী?

তাঁতী। আজ্ঞে তাঁত তো বন্দ। সুতোর বাণ্ডিল দশ ট্যাকা!

বাসিনী। দশ হোক, বিশ হোক বস্তর না হলে তো পূজো উঠবে না গো! (নায়েবকে বসিয়ে) পাছা-পেড়ে শাড়ি লাগবে।

বংশী। চালের কেজি পাঁচট্যাকা, গ-অ-ম হোল গে—

নায়েব। দর দস্তুর চলে না—দর দস্তুর চলে না। মা'র পূজো! ফিবছর যেমন যা দিচ্ছিস দিতে হবে!

গোবর্ধন। তো মোর ভাগে কত কি ধরেচেন—

নায়েব। (খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে) গোবর্ধন—গ—গ—গ গোবর্ধন ঘোষ·· ঘ—ঘ—ঘ—না, বেশি না! (খাতা দেখে) যৎ কিঞ্চিৎ!

গোবর্ধন। বাঁচায়েছেন নায়েবমশাই। কিঞ্চিৎ না হলি ইবার আর পারার উপায় ছিল না। মরেছেড়ে এট্টা মাত্তর গাই—বুড়ো হয়ে গেছে, যা খায় তার সব্বোস্ব নাদে—

নায়েব। গোবর্ধন ঘোষ—দুধ একমণ।

গোবর্ধন। (আঁতকে) ক-মণ?

নায়েব। কাঁচা দুধ দিবি একমণ—

বাসিনী। (চোখ ঠেরে) ছানা—

নায়েব। ছানা বিশ কেজি!

গোবর্ধন। করচেন কি, এট্টা মাত্তর গাই, এতো দুধ ছ্যানা 'আমি কুথায় পাবো—

নায়েব। পাবি চার ঠ্যাঙের ফাঁকে! ব্যাটা গোয়ালার পো, গরুর দুধ কোথায় পাওয়া যায় তা আমায় বলে দিতে হবে!

বাসিনী। শুধু দুধ আর ছানা! এতে কী হবে! অ নায়েবদা, দই ধরোনি?

নায়েব। বিশখানা।

গোবর্ধন। (হাউ-মাউ করে ওঠে) নায়েবমশাই!

নায়েব। বাবুর ঘরে বিস্তর অতিথ কুটুম। এস. ডি. ও, দারোগা, বি. ডি. ও. সব পাত পেতে বসে রয়েছে। এর কমে হবে না!

বাসিনী। মহামায়ার মহাযজ্ঞি গো!

নায়েব। যা যা নিয়ে আয়, মাল যোগাড় হবে তবে না বোধন··· ঢোলে যা মার্ শালা···

ঢুলী। (ঢোলে বাড়ি দিয়ে) হৈ কাপালিপাড়া···নিকিরিপাড়া—

তাঁতী। (ঢুলীর সাথে গলা মিলিয়ে) হৈ নিকিরিপাড়া···

[তাঁতী বেরিয়ে যেতে চায়···]

ঢুলী। (তাঁতীকে ধরে) হেই তুমি কোথায় যাও? দাঁড়াও!

গোবর্ধন। দুধ দই ছ্যানা মাখন, চার-চারটে মাল, মাত্তর একখানা বুড়ো গাই···

বাসিনী। বাঁট কটা?

গোবর্ধন। অ্যাঁ?

নায়েব। গরু এট্টা, বাঁট কটা?

গোবর্ধন। এঁজ্ঞে চারটে!

নায়েব। এ বাঁটে মাখন পাবি, ও বাঁটে ছানা।

বাসিনী। বাঁট না গুনে মাল ধরা হয়নি গো।

নায়েব। যা যা, মহামায়ার নাম নিয়ে ধরে ঝুলে পড় গে, তরতর করে মন্দাকিনী ধারা ছুটবে। হ্যা হ্যা হ্যা…

বাসিনী। (নায়েবকে চোখ ঠেরে) আ মরণ!

[গোবর্ধন কান্নাকাটি করছে। বাসিনী ডালা থেকে গোলা সিঁদুর নিয়ে গোবর্ধনের কপালে দাগ টেনে দিল। অর্থাৎ তোমার হয়ে গেল]

গোবর্ধন। রক্ষে করুন, এত মাল যোগাতি পারব না।

বাসিনী। না পারবা তারও ওষুধ আছে। মালের পরিমাণ ট্যাকা ধবে দিতে হবে। যাও, নিয়ে এসো।

[গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল, হারমোনিয়ম গান গেয়ে উঠল]

বাসিনী। ও নায়েবদা, ছিদেম চাষা কি পালায়াছে না কি গো—

নায়েব। কে! কে!

বাসিনী। ছিদেম! ধান চাল দেবে না? তার তো ফসল ভালো।

নায়েব। তাই তো!

তাঁতী। কাল হাটে দাঁড়ায়ে আপনারে খিস্তি দিচ্ছিল ছিদেম!

নায়েব। খিস্তি! আমাকে?

তাঁতী। আজ্ঞে। সেবারে কাঁঠাল গাছে চেপে আপনার মাথায় এঁচোড় তাক করেছিল না?

নায়েব। (মাথায় হাত বুলিয়ে) হ্যাঁ!

বাসিনী। ওর নাম ছিদেম।

তাঁতী। গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনছি। দাঁড়ান আপনি!

ঢুলী। তুমি দাঁড়াও তাঁতীর পো! খালি কাট মারার তাল!

নায়েব। বংশীবদন—

[বংশী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে]

নায়েব। বংশীবদন জেলে—মাছ দিতে হবে, পুজোর ক-দিন মাছ লাগবে···পাঁঠা লাগবে!

[বংশী কাঁদে]

বাসিনী। নয়নের পানি ঝরিয়ে কিছু হবে না। দশ রাত্তির যাত্রা হবে, এক এক দল চার-চার বেলা খাবে! মোটা মাছ চাই···

বংশী। (কেঁদে ওঠে) মরে গেচে গো···

ঢুলী। কেডা!

বংশী। বক!

সকলে। বক?

বংশী। মাছের অসাক্ষিতে ঘোড়াডাঙার সোনাবক ঠ্যা-ঠ্যা—ঠ্যাঙে জোর হারায়ে সব ম-ম—মরে যাচ্ছে গো—

[তাঁতীও কেঁদে ওঠে]

নায়েব। তোর আবার কি হোল?

তাঁতী। বগা মরে যাচ্ছে!

[পুরুত ঢোকে। গায়ে ছেঁড়া নামাবলী, দু কাঁধে দশটা ব্যাগ ঝোলানো, হাতে পুঁথি। পুরুতকে দেখে ওরা আবার একঝাঁক কেঁদে ওঠে]

নায়েব। থাম্ থাম্! যেন বাপ মরেছে! দাগ মার বাসিনী···

বাসিনী। (গোলা সিঁদুর ফাটাতে ফাটাতে) মাছের শোকে বগায় মরে, মানুষে মরে বগার শোকে! মরি! মরি!

[বংশী ও তাঁতীর কপালে সিঁদুরের দাগ টেনে দিল। বংশী ও তাঁতী ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ওঠে]

বংশী ও তাঁতী। বগারে—

[বংশী ও তাঁতী গলা জড়িয়ে বলির পাঁঠার মতো বেরিয়ে গেল]

পুরুত। মালকড়ি কি রকম উঠছে, ও নাপতেনি?

বাসিনী। ঘটের ওপর ঠোঁটেকলা; মড়িকান্না শোনায়ে সব ভেগে গেল, দেখলে না? এভাবে এক জায়গায় দাঁড়ালে এবার আর কেউ এগোয়ে আসবে না নায়েবদা। চলো—ঘরে ঘরে ঢুকতে হবে!

নায়েব। (চীৎকার করে) এই হারমোনি! ব্যাটা জোবে বোতাম টেপ।

ঢুলী। হৈ কলুপাড়া···কাপালিপাড়া···

[কলা-বৌকে নিয়ে গান গেয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে পুরো দলটি চাষীদের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল, বাসিনী ও পুরুত বাদে]

পুরুত। (পুঁথিতে চোখ বুলোতে বুলোতে বাচ্চা ছেলের পড়া মুখস্ত করার মতো এক কথা বার বার করে ঘ্যানঘ্যান করছে) যা দেবী সর্বভূতেষু···ভূতেষু···শক্তি রূপেন···শক্তি রূপেন···সংস্থিতা—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমো নমো নমো নমো—

বাসিনী। এখনো মুখস্ত হয়নি?

পুরুত। (পুঁথি বন্ধ করে) সচন্দন···পুষ্পবিল্বপত্রে···কুচকুচভারে ··
কুচকুচভারে ··

বাসিনী। এট্টা অনুস্বারও যদি এবার বাদ যায়, বাবু এবারে তোমার পিঠে খড়ম কুচোকুচো করবে ঠাকুর···

পুরুত। ফাটিয়ে দেব! সালাঙ্কাবা পীনপয়োধরা ··মধুপর্ক!

বাসিনী। মরণ! দশগণ্ডা ব্যাগ ঝুলিয়েছ কেন?

পুরুত। একাদশীর দিন ব্রাহ্মণী আসবে। চালকলা বেঁধে নিয়ে যাবে···(নস্যি নিয়ে) কি রকম দেবে রে, অ নাপতেনি, আমরা সব কি রকম কি পাব—

বাসিনী। টেম্পু আনলে না কেন, টেম্পু? নায়েব ভরে দেবে, খেয়ো!

[বাসিনী ডালা হাতে কোমর ঘুরিয়ে বেরিয়ে যায়]

পুরুত। খচ্চর! পাজীর পা ঝাড়া! যা দেবী সর্বভূতেষু···রাশ রাশ মাল তু~বে, সোমবচ্ছর ধরে খাবে···হারামজাদা···সচন্দন এতে গন্ধপুষ্পে···আমার বেলা লবডঙ্কা···এতে গন্ধপুষ্পে···মর্ শালা!

[পৌটলা-পুঁটলি নিয়ে গুটি গুটি নন্দী ও ভৃঙ্গী ঢোকে]

খেটে খেটে মরছি···পুষ্পবিল্বপত্রে···ব্যাটা হাঁদু সিংগি ··কুচকুচ ভারে···মর্ শালা!

[নন্দী পেছন থেকে পুরুতের টিকিতে ছোট্ট একটা টান মারে।]

পুরুত। কে রে?

নন্দী। (ভৃঙ্গীকে দেখিয়ে) ও!

পুরুত। (টিকিতে হাত দিয়ে) ছিঁড়ে থাকলে মূল্য ধরে দিতে হবে।

নন্দী। ওর কাজে কিছু মনে কোর না ঠাকুরমশাই, ভব্যতা বলে

কিছু জানে না।···বড্ড বিপাকে পড়েছি গো ঠাকুরমশাই, পথ-ঘাট জানা নেই, কোথায় যে এসে পড়লাম। এধারে একজন মেয়ে-ছেলেকে দেখেছ ঠাকুরমশাই ?

পুরুত। একটা বলো ? মেয়ে, না ছেলে ?

ভৃঙ্গী। আমাদের মাগো···

নন্দী। পায়ে এতখানি আলতা···

ভৃঙ্গী। নাকে এতবড় নথ···

নন্দী। চোখদুটো এতখানি, যেন ধনুকের বেড়···

ভৃঙ্গী। চারু চারু হাসি মুখে···কোমরে গোঁটবিছে···

নন্দী। চলতে ফিরতে ঝুনু ঝুনু বাজে···দেখেছ ?

পুরুত। আমার বাবাও দেখেনি।

ভৃঙ্গী। মা তালে এখানেও আসেনি। অ্যাই নন্দী।

[নন্দী অলক্ষ্যে পুরুতের টিকিতে টান দেয়]

পুরুত। আবার।

নন্দী। ক্ষমা করে দাও, মাকে না পেয়ে ওর চিত্ত আকুল হয়েছে। (বাইরে দেখিয়ে) ওই দেখ···বাবাও আমাদের নেতিয়ে পড়েছে। বেলতলায় শুয়ে শুয়ে বড় বড় নিঃশ্বেস ফেলছে।

পুরুত। (বাইরে তাকিয়ে) বগল। বগল। অ্যাই মশাই, ওখেনে বোধন হবে। সরে যান। হামদোটা কে রে। (নন্দী পেছনে টান মারলো) কে রে ?

নন্দী। কাক। কাক। হুই যাঃ।

পুরুত। তা তোমাদের মা কি বাবারে ডাইভোর্স করে বেরিয়েছে।

নন্দী। ধরেছ। সঙ্গে দুটি ছেলে···আমাদের দুটি ভাই···

ভৃঙ্গী। আর দুটি কন্যে···আমাদের দুটি বোন···

পুরুত। বয়েস কতো?

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, মা-র বয়েস···

পুরুত। মা-র না, বোন দুটির···

নন্দী। বয়স্কা! ভরা যুবতী!

পুরুত। দেখতে শুনতে···

ভৃঙ্গী। রূপে ভুবন আলো গো···

পুরুত। ঘোড়াডাঙায় এয়েচে?

নন্দী। আজ্ঞে ওইটেই তো সমিস্যে। তাদের যে ঠিক কোন্ ঠাঁয় আসার কথা! ঘোড়াডাঙায় এলেও আসতে পারে···আবার কুচবিহারে গেলেও যেতে পারে···

পুরুত। দুটি পূর্ণবয়স্কা ভরা যুবতী! (নস্যি নিয়ে) ফটোক আছে—বোন দুটির ফটোক আছে···ফটোক···

নন্দী। কিছু মনে কোরো না ঠাকুরমশাই। বোনেদের ওপরেই দেখি মনটা তোমার ঘুরপাক খাচ্চে। আমরা মরচি খাল বিল ঠেঙিয়ে···

[হঠাৎ শিব···ধুতি ফতুয়া পরা শিব লাফিয়ে ঢুকে ত্রিশূল উঁচিয়ে ঠাকুরকে তাড়া করে]

শিব। এতবড় স্পর্ধা!

পুরুত। কে রে!

শিব। আমার কন্যেদের নিয়ে তামাশা! মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব তোর!

পুরুত। মূল্য ধরে দিতে হবে কিন্তু—

শিব। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি। বাঁদর! মন্তর হচ্ছে না আমার শ্রাদ্ধ হচ্ছে!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী ছ'পাশ থেকে লাফিয়ে উঠে পুরুতের
টিকি ধরে টানে]

পুরুত। কে রে! কে রে!

শিব। দেহ অতটুকু তার টিকি দেখেছিস! পাঁচ আঙুল শশার দশ হাত বীচি!

নন্দী। অ্যানটেনা! ভৃঙ্গী, ছাখ টেলিভিশনের অ্যানটেনা!

পুরুত। ছুঁয়ে দিলি! দাঁড়া বাবুকে বলছি! বাবু…বাবু… (বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে) মর্ শালা!

[পুরুত ছুটে বেরিয়ে যায়]

শিব। (হেসে) কী কাল পড়েচে! আমি ছুঁয়েছি তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি! বিটলে বামুন—আমাকে চেনে না!

ভৃঙ্গী। কি করে চিনবে! দর্শন দাও, তবে না চিনবে!

শিব। এই সব অকালকুষ্মাণ্ডকে আমি দর্শন দেব! কপাল পুড়েছে আমার? চল্ চল্! যতো খাজায় মিলে আমায় নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে! কলকাতায় তো যাচ্চিস, দেখবি মোড়ে মোড়ে ফুটপাত দখল করে আমার নামে পাথর বসিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্চে! সিনেমা পর্যন্ত করছে! আমায় হিরো বানিয়ে!

নন্দী। (শিস্ দিয়ে) বাবা, তুমি সিনেমার হিরো!

শিব। দেখবি একটা ভুঁড়েলকে পাউডার মাখিয়ে 'আমি' সাজিয়ে নাচাচ্চে! আর মুখে কি সব কথা বসিয়েছে…!

বজ্র বৈডুরিয়াত্তাল কালাহল নাট্রি
মগতঙ্গ তালিলৈত কোড়ুঙ্গৈ পুট্রি!

ভৃঙ্গী। (হেসে লুটোপুটি) নাট্রিপুট্রি! অ্যাই নন্দী, বাবা নাট্রিপুট্রি!

নন্দী। এমন ছিরকুট্টী কথা লাগিয়ে কারা তোমায় নিয়ে সিনেমা করছে বাবা!

শিব। (হাস্যরত ভৃঙ্গীর থুঁতনি ধরে) তামিললাড্ডু! পট্টু পায়গলুঁ পোট্টিরিকহু পাদতৈতোরুম···খিদে পেয়ে গেল!

নন্দী। তোমার খিদে!

শিব। পট্টু পায়গলুঁ! পেট গুলোচ্ছে! ছোলা বুট বার কর···

ভৃঙ্গী। তোমার খিদে পায়?

শিব। মর্ত্যে এলে দেবতাদেরও খিদে পায় ব্যাটা···

নন্দী। আয় আয়, পেটে দম দিয়ে নিই!

[নন্দী ভৃঙ্গী পুঁটুলি খোলে। তিনজনে বেশ জাঁকিয়ে বসে]

শিব। স্বর্গেও আমরা খাই, কিন্তু সে খাওয়া তো খিদের খাওয়া না। বিলাসের, লীলাখেলার ভোজন! মর্ত্যে হল খিদের! (নন্দী ভৃঙ্গী খাওয়া সুরু করেছে) তোরা কখনো বাবড়ি খেয়েছিস?

নন্দী। (মুখ ভরতি ছোলাগুড়) বাবরি?

শিব। রাবড়ি রে ব্যাটা! কি করে তৈরি করে জানিস?

নন্দী ভৃঙ্গী। উঁহু!

শিব। গনগনে উনুনের পরে কড়াই বসিয়ে, কড়াই-এর ওপর ময়রা হাওয়া করে।

ভৃঙ্গী। মাথায় সমীরণ···পশ্চাতে হুতাশন ··

নন্দী। ময়রা তো বেশ খচ্চর!

শিব। রাবড়ি-খচ্চর! তোরা···তোরা দুটোও তাই! দুজনে মিলে ভাগিয়ে খাচ্ছিস, আমায় দিবিনে!

ভৃঙ্গী। (জিব বার করে) মনে ছিল না।

শিব। (ভৃঙ্গীর মাথায় চাঁটি মেরে) দে!

[নন্দী ভাগ করে দেয়]

খাব না, যা!

নন্দী। কেন, ভাগ তো সমান-সমান!

শিব। আমি তোদের বাবা! সমান খাব কেন, বেশিটা খাব! আমি কি তোদের সমান?

নন্দী। মর্ত্যে সবার খিদে সমান। তোমারো যা, আমারো তাই! রাগ করো কেন? ধরো...

[নন্দী কলা ছাড়িয়ে শিবের মুখে ধরে। সহসা একটা রুগ্ন দুঃস্থ বোবা ছেলে একটা মাটির সানকি নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে শিবের সামনে আসে]

শিব। (ছাড়ানো কলা খাওয়া হল না) ঐ ত্থাখ!

নন্দী। অ্যাই, অ্যাই, ওদিকে যা! খাবার সময় দাঁড়াতে নেই! (কলা বাড়িয়ে) নাও গেলো!

শিব। (শিব খেতে যাবে, ছেলেটি আরো এগিয়ে আসে) ঐ ত্থাখ!

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, ওরও খিদে পেয়েছে!

নন্দী। ন্যাকা ষষ্ঠী! তাড়িয়ে দিতে পারছ না! (শিবকে) হাঁ করো...

ভৃঙ্গী। (ছেলেটাকে) ইনি হচ্ছেন বাবা, বাবার খাওয়া দেখলে পাপ হয়! যাও—[ছেলেটি ভৃঙ্গীর হাতের বেড় কাটিয়ে এগিয়ে আসে]

শিব। (লাফিয়ে সরে যায়) ঐ ত্থাখ!

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, শুনছে না!

নন্দী। তোমায় অতো পাপপুণ্যির জ্ঞান ঝাড়তে কে বল্লে! তাড়া—

[বোবা ছেলেটি গোঙাতে গোঙাতে ছুটে এসে শিবের মুখ থেকে কলা ছিনিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে]

নন্দী ভৃঙ্গী। অ্যাই, অ্যাই···

ভৃঙ্গী। ছিনিয়ে নিয়ে গেল! ওগো, বাবার কলা ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

[ছেলেটি অদূরে পিট পিট করে হাসতে হাসতে কলাটা খাচ্ছে। শিবকে কলা দেখাচ্ছে]

বাবাকে কলা দেখাচ্চে!

শিব। (রাগে গরগর করতে করতে) বজ্র বৈড়ুরিয়াত্তাল! নাট্টিপুট্টি! কোড়ুঙ্গুই পুট্টি···[ছেলেটির দিকে ছুটতে ছেলেটি ছুটে পালায়]

নন্দী। (শিবকে ধরে) থির হয়ে বোস দিকিনি। ঐ তিড়বিড় করতে গিয়ে পর পর বারোবার মাথায় গুঁতো খেলে···

শিব। দশহাত অন্তর খাম্বা পুঁতেছে, গুঁতো খাবো না!

ভৃঙ্গী। খাম্বা না বাবা, ওগুলো বিজলী বাতির খুঁটি!

শিব। উঁ বিজলীর পাত্তা নেই, খুঁটি! নাট্টি পুট্টি! গুষ্টির তুষ্টি! রসাতলে পাঠাব খাম্বা! [শিব ছুটতে যায়]

ভৃঙ্গী। বাবা—

নন্দী। হাজারবার বলেছি, এটা কৈলেস নয়কো! তোমায় নিয়ে পারা গেল না! (কলা ছাড়িয়ে) নাও, পোরো—

[শিবের মুখের সামনে ধরে। উল্টোদিকে মুখ করে ছিদেম গালাগাল দিতে দিতে ঢোকে]

ছিদেম। শালার চাঁদ আদায়ের পার্টি! বলে, পাঁঠা দে, বলির পরে পাঁঠা সগ্‌গে যাবে। তো তাই যদি, শুয়োরব্যাটা লায়েব, তুই হাঁড়িকাঠে গলা দে, সগ্‌গে যা—

[বলতে বলতে ছিদেম পেছন ফিরে ভৃঙ্গীর মাথায় ঝাঁকিয়ে বসে]

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, আমার মাথায়···

ছিদেম। এ হে হে, এটা তোমার মাথা! আমি ভাবলাম বুঝি তালগাছের গুঁড়িটা! তা কত্তাদের আসা হচ্ছে কুথা থেকে?

নন্দী। কৈলাস থেকে ভাই।

ছিদেম। কৈ—ঐ—লেস!

ভৃঙ্গী। সেই কৈলেস···

ছিদেম। কৈলেসপুর? বারাসতের ওধারে···

ভৃঙ্গী। পুর না ভাই, এ সে কৈলেস নয়···এ হোল গে···

ছিদেম। কৈলেসনগর?

ভৃঙ্গী। তুমি বুঝতে পারছ না ভাই!

ছিদেম। কেনে? ইটিণ্ডের পর মুড়োগাছা···মুড়োগাছার পর কৈলেস-নগর···না বোঝার কি আছে···

শিব। দেখাচ্ছি কি আছে···

নন্দী। খাও দিকিনি! [নন্দী কলাটা বাড়িয়ে ধরে]

ছিদেম। কত্তার নাম?

শিব। বলে দে আমি শিব!

ছিদেম। শিববাবুর টাইটেল?

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, বাবার টাইটেল কীরে?

নন্দী। ন্যাকা ষষ্ঠী!

ভৃঙ্গী। (ছিদেমকে) ন্যাকা ষষ্ঠী!

ছিদেম। টাইটেল ন্যাকা ষষ্ঠী! কায়েত, না বামুন?

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, বাবা কায়েত?

নন্দী। তুই কলা ধর, আমি কথা বলছি!

[ভৃঙ্গী এসে নন্দীর হাত থেকে কলা নিয়ে শিবের মুখে ধরে]

নন্দী। (ছিদেমের কাছে এসে) বামুনও না, কায়েতও না—বাবা হলেন হরিজন—শ্রীহরিজনও বলতে পারো—

শিব। (থু-থু করে কলা ফেলে) শিব! শিব! এই ছাখ্ আমার বাঘছাল!

ছিদেম। গোবর্ধনদা—ও গোবর্ধনদা···হাদে সখ দেখে যাও, শিববাবু বাঘছালের জাঙ্গিয়া পরেছে! [ছিদেম হাসে]

শিব। এটা জাঙ্গিয়া!

[শিব ত্রিশূল নিয়ে লাফিয়ে ওঠে]

নন্দী-ভৃঙ্গী। বাবা······বাবা···

শিব। অনেক সয়েছি, আর না! ব্রহ্মাণ্ড গুঁড়ো গুঁড়ো করব আজ!

ছিদেম। ওরে বাবা, ন্যাকাষষ্ঠীবাবুর যে ষাঁড়ের মতো রাগ!

[গোবর্ধন ও বংশী ঢোকে। দুজনে কাপড়ের ওপর দিয়ে ফুটেওঠা বাঘছাল দেখতে দেখতে]

গোঃ ও বংশী। কার জাঙ্গিয়া···ও ছিদেম?

ছিদেম। (হাসতে হাসতে দেখিয়ে) বাঘের!

[সকলে দেখে হাসে]

শিব। (গোবর্ধনকে দেখিয়ে) এরা আসল শিবও চেনে না, আসল জাঙ্গিয়াও চেনে না।

[শিব লাফিয়ে উঠে গোবর্ধনের কলসিতে ত্রিশূলের খোঁচা মারে। গোবর্ধন তার কলসি সমেত পড়ে যায়, শিব তার বুকের ওপর ত্রিশূল তোলে]

গোবর্ধন। (আর্তনাদ করে) কত কষ্ট করে দুধটা জোগাড় করলাম! জোতদার আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে!

শিব। (জোতদার শুনে শিব থ) কে! কে! চামড়া নেবে, কে?

সকলে। জোতদার!

শিব। জোতদার! জোতদার বললি!

ছিদেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কত্তা আমাদের মারা বড্ড সোজা! এটা যে নরম মাটি! ক্ষ্যামতা থাকে যাও, শক্ত মাটি আঁচড় দাওগে, বুঝি!

শিব। জোতদার! পোদ্দার···মজুমদার···হরিদ্বারে আমি কতোদিন থেকেছি, বেলপাতায় দানাদার খেয়েছি! আমরা জোতদারের গাঁয়ে এসে পড়েছি!

ছিদেম। কোন্ গাঁ-টা তার না! সব গাঁয়েই এক-একজন ওঁৎ পেতে আছে। এখানে আছে হাঁদু সিংগি!

শিব। পেয়ে গেছি! নন্দী ভৃঙ্গী! জোতদার পেয়ে গেছি! হ্যাঁরে, জোতদার কী রে?

ছিদেম। আঁ?

শিব। জোতদার কী রে!

বংশী। কত্তা কি আকাশ থেকে পড়লে নাকি, জোতদার চেনো না?

ছিদেম। এই পথ ধরে সোজা চলে যাও, ত্থাখবা গাঁর মধ্যিখানে বসে তিনি গোঁপ নাড়তেছেন !

শিব। গোঁপ ! গোঁপ আছে !

বংশী। শু-উধু গোঁপ ! থা-আ-বা !

শিব। থাবাও আছে !

ছিদেম। দশখানা !

ভৃঙ্গী। (সভয়ে) এ্যাই নন্দী, দশখানা—

শিব। আমার জ্ঞানগম্যির বাইরে দশখানা থাবা নিয়ে সে বসে বসে গোঁপ নাড়ছে···

ছিদেম। শুধু গোঁ-ও-পই নাড়ে না বাবু, শিংও নাচায়।

শিব। শিং ! শিং আছে ! অহো ! এ তো মনে হচ্ছে ত্রেতাযুগের দত্যি রে। মহাকাল ভেদ করে কলিতে এলো কি করে ! থাবা আছে সিং আছে ! ব্যোম !

ছি-গোঃ-বং। (চমকে ওঠে) আঁই !

শিব। চুপ ! শিং আর থাবা একসঙ্গে থাকে কারু ?

গোবর্ধন। জোতদারের থাকে !

শিব। অদ্ভুত ! আশ্চর্য্যি ! সৃষ্টির সব নিয়ম ভেঙে চুরে জোতদারের শিংও থাকে, থাবাও থাকে ! কিছুতেই ছকে উঠতে পারছিনে ! ব্রহ্মা, দাদু একি মাল ছাড়লে ?

বংশী। কত্তার মাথায় গণ্ডগোল ?

নন্দী। তা একটু আছে ভাই !

শিব। আমি তাকে দেখব ! আহো ! ওরে তোরা আমায় কে নিয়ে যাবি তার কাছে ?

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী: ভয় করছে রে!

শিব। ভয় কী! তার শিঙে চড়ে নাচব! তোরাও নাচবি! ওরে ভৃঙ্গু, রঙ্গ হবে বড়!

নন্দী। এত জিনিস থাকতে, জোতদাবের শিঙে কেন দোল খাবে! কলকাতা চলো। ঐ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মাথায় খাব দোল—

শিব। দূর, দ্বিতীয় সেতু বিশ বাঁও জলে। শোন্, জোতদার তোদের ওপব অত্যাচাব করচে!

ছিদেম। উঁহু, আদর করে! বুকেব কাছে মুখে এনে চুমু খায়, খানিক পরে দেখা যায় জোতদারের ঠোঁটখানা রক্তমাখা!

শিব। শিং থাবা ঠোঁট! বিচিত্র! (জোরে) মেরে ফেলতে পারিসনে!

ছিদেম। আমাদের ক্ষ্যামতা কি?

শিব। লেগে পড় ব্যাটাকে ধ্বংস করতে!

ছিদেম। (আঁতকে) লোকটা কেডাগো! আবোল-তাবোল কথা বলে!

শিব। সত্যি বলছি. আমি পেছনে আছি।

ছিদেম। তুমি কেডা!

নন্দী। যাও না ভাই—কেন তাতাচ্ছো!

বংশী। আমরা তাতাচ্ছি, না উনি তা…তা…

নন্দী। ঘোড়াডাঙায় আর তোমার থাকা হবে না। কলকাতা চলো…ডান্‌স দেখব!

শিব। ডান্‌স দেখবি! এর জন্যে সেখানে যেতে হবে কেন? আমিই দেখাব—আমার তা তা থৈ থৈ—

নন্দী। ফোট! তা তা থৈ থৈ! ক্যাবারে দেখব! ইয়া হু—ইয়া হু—

[নন্দী কোমর ঝাঁকিয়ে নাচ দেখায়]

শিব। বাবাবে সংগে নিয়ে ক্যাবারে দেখবে! ব্যাটা, অপসংস্কৃতির বাচ্চা! আমি এখানেই থাকব! এই তোরা লেগে যা!

ছিদেম। যে কম্মে যাচ্ছ যাও···আর আমাদের ক্ষেপাতি হবে না।

শিব। তাই বলে দত্যিটা তোদের চুষে খাবে! তোবা বিশ্ব সংসারের জীব না! লেগে পড়্!

সকলে। ছিদেম!

শিব। আর গিন্নিকেও বলিহারি, ঘোড়াডাঙায় এত বড় জোতদার থাকতে ··কোন্ ঘুঘুডাঙায় গিয়ে বসে আছে!

[বাইরে ঢোলের আওয়াজ]

গোবর্ধন। ওই বে!

শিব। যা লাগ্। মালকড়ি দেওয়া বন্ধ কর।

ছিদেম। তারপর?

শিব। আমি আছি!

ছিদেম। কত্তা, কাছাখোলা হালা পাগলা! মোদের সাথে সাথে তুমিও মরবা! হাঁতু সিংগি তোমারে পরাণ নে বেরুতে দেবে না!

শিব। পরাণ! হাঃ হাঃ! আমাব পরাণ! হাঃ হাঃ হাঃ—তোবা আমায় চিনিসনে—হাঃ—হাঃ—

ভৃঙ্গী। (কেঁদে ওঠে) আমি মা-র কাছে বাব!

নন্দী। বাবা, নেড়ুর মাথা দপদপ করছে!

শিব। লাগ্ লাগ্ লাগ্! লেগে যা! লেগে যা! জোতদার শেষ করে যাব!

[শিব এককোণে বসে]

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী!

নন্দী। সেবারে সন্দেশের পিত্তিমে খেয়েছিল, এবারে কি খাবে কে জানে! কলকাতায় চলো···

শিব। না, ওখানে কারবাইডে পাকানো কলা! আমার বমি আসে!

ভৃঙ্গী। ঐ ত্থাখ্ আশ্চয্যি আশ্চয্যি ফিকির বার করছে।

শিব। আচ্ছা, যা, জল নিয়ে আয়—(ছিদামের দিকে চোখ টিপে) আমি জল খেয়ে যাব!

নন্দী ভৃঙ্গী। ঠিক তো?

শিব। (চোখ টিপে) হুঁ!

নন্দী। ঠিক আছে। (ভৃঙ্গীকে) আয় তো!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী বেরিয়ে গেল]

শিব। (ছিদেম, গোবর্ধন ও বংশীকে চোখ টিপে) মিছে কথা! যাব না! ঐ বেলতলায় শুয়ে থাকছি! লেগে পড়্। আমি যতক্ষণ আছি, কেউ তোদের আঁচড়টি কাটতে পারবে না।

ছিদেম। (উপবিষ্ট শিবের সামনে ধপ্ করে বসে, চাপা গলায়) কেডা তুমি, ঘোড়াডাঙার মানষের জন্যে এত দরদ!

শিব। হাঃ হাঃ! (হঠাৎ হাসি থামিয়ে) দরদ! সবার জন্যে দরদ! ওরে ছিদেম, তোর পায়ে কাঁটা ফোটে, সে কাঁটা খচখচ করে আমার বুকে। তুই যাতনা পাস, আমিই কি সুখে থাকি রে—

[শিব ও শিবের পিছু পিছু ছিদেম বাদে সকলে বাইরে গেল]

ছিদেম। (অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, জোরে শিবের উদ্দেশে) বিশ্বেস হয় না! কতো ভ্যাখলাম! শহর থেকে ছুটে এসে কতো বাবু 'মার শালা জোতদার' বলে ক্ষ্যাপালে…পরক্ষণে দেখা গেল হাঁচু সিংগির ঘরে বসে মুরগির ঠ্যাং চোষছে। বাবু, আমাদের ক্ষ্যাপায়ে সুবিধে হবে না…ঢের দেখেছি সব ঝাড়-মারার পার্টি!

[বাসিনী ঢোকে]

বাসিনী। ওমা! কার মুখ দেখি গো? ছিদেম যে! কেমন আছিস? (ছিদেম তাকিয়ে আছে) মরণ, হাঁ করে কি দেখিস! গিলে খাবি নাকি?

ছিদেম। হজম করতে পারব না! (মাথা থেকে পা অবধি দেখে) বেশ গুরুপাক হয়ে উঠেছিস! আজকাল তোরে দেখলি কেডা বলবে, তুই মোদের ঘরের কেউ! বড় গাছে নাও বেঁধেছিস…

বাসিনী। (দুলে দুলে ছিদেমের কথাগুলো উপভোগ করছিল) হুঁ, নাকের কাছিটাও শক্ত! (নথের টানা দেখিয়ে) খাঁটি সোনা!

ছিদেম। তোর নায়েবদা পছন্দ করে দিয়েছে?

বাসিনী। জ্বলে গেলি মনে হচ্ছে!

ছিদেম। কেন জ্বলব কেন? তুই কি মোর সাত পাকে ঘোরা ঘরের রাধা, যে কেষ্টঠাকুরের হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরব!

বাসিনী। ছিদেম মণ্ডলের বুকে ভালবাসা থাকলে, হিংসেও থাকত। যার ভালবাসাই নেই—

ছিদেম। আছে কি নেই…কেউ তার খোঁজ রাখল? ছিদেম মণ্ডল সোনার গয়না দিয়ে ভালবাসার মুখ দেখে না। সোনা কেনার সাধ্যি তার নেই!

বাসিনী। গয়না শুধু সোনাতে হয় না···সোহাগেও হয়! সে সাধ্যি হল না কেন?

ছিদেম। বাবুর বাড়ির কাজটা তুই ছেড়ে দে বাসি—

বাসিনী। সাধ করে ঢুকিনি বাবুর বাড়ির কাজে। ছিদেম যদি সেদিন-ঘরে ঠাঁই দিত···বুকে এট্টু জায়গা দিত···

ছিদেম। সাধ্যি ছিল না। আর এট্টা মানুষ ঘরে আনব সে সাধ্যি সেদিন যে ছিল না। বাপঠাকুদ্দার ঋণের দায়ে সেদিন যে বেগার খেটে মেটাতে হচ্ছে। না ছিল খোরাকি, না ছিল বসতভিটে। অভাগার সাথে আর মানষেরে বেন্ধে ফেলে কষ্ট দিতে চাইনি—

বাসিনী। তবে আজ আর অভাগীরে দোষ দেওয়া কেন?

ছিদেম। আয়···চলে আয় বাসি। তোরে আমি সব দেব। আজ আমার ঋণের বোঝা নেই! একখণ্ড জমি আছে। হাত দু'খান আছে···। তাগদ আছে···। মাটির ভেতর থে তুলে আনব, তুই যা চাস—আয় ফিরে আয় বাসি—

বাসিনী। তুই···তুই আমারে ফিরে ডাকছিস ছিদেম?

ছিদেম। তোরে আমি বেঁধে রাখব বাসিনী, সোনা দিতে পারব না···কিন্তু বাসিনী তোর জন্যে আমি—

[নায়েব ঢোকে]

নায়েব। ওরে ও বাসিনী, ছিদেমকে পাওয়া যাচ্ছে না—

বাসিনী। কেন যাবে না? এই তো তোমার ছিদেম।

ছিদেম। বাসিনী!

[বাসিনীকে ধরতে যায়]

বাসিনী। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ···আমি বাবুর বাড়ির ঝি···দুবেলা পাতে পড়ে ঘি···গরিব মানুষের সাথে আমার কিসের পিরীতি !

[খিলখিল করে হেসে উঠে ছিদেমের হাত ধরে চেঁচিয়ে ওঠে]

কতো ধানাই পানাই সোহাগ পিরীত করে আটকে রেখেছি গো !

ছিদেম। বাসিনী !

[ঢুলী ঢোকে]

নায়েব। কি, ব্যাপার কি ছিদেম, এত লুকোচুরি খেলছিস কেন ? বলি দেশ থেকে কি পূজো-আচ্চা তুলে দিতে হবে !

ছিদেম। (এক ঝটকায় বাসিনীর হাত ছাড়িয়ে) মুই কিছু দিতি থুতি পারব না।

বাসিনী। ফোঁস করে ওঠে যে !

ছিদেম। চাষার যে দিন চলে না, সেদিকে তাকাও না, দিবারাত্তির উচপীড়ন চালাচ্ছো !

বাসিনী। শোন গো, এতক্ষণে মনের কথা শোন !

নায়েব। তোর নামে সাত মণ ধান ধরা হয়েছে।

ছিদেম। হেঃ !

বাসিনী। হেঃ কি !

ছিদেম। হাতে কাগুজ আছে কলুম আছে, ধরে যাও ! তৃণগাছাও দিতে পারব না।

ঢুলী। আরে শালা মাঠ ভরতি তোর ধান পেকে উঠেছে···

ছিদেম। ওদিকে দিষ্টি দিয়ো না, বড্ড রক্ত জল করে ফলানো—

বাসিনী। ও ধান তুমারে দিয়ে কি কলার খোসায় ভেসে বেড়াব…!

ছিদেম। (বাসিনীকে) বড্ড ঢঙ শিখেছিস তুই বাসিনী! শেষ তক্ তোর কি দশা হয়! শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে!

বাসিনী। দাগ মারি নায়েবদা…?

নায়েব। এ লিস্টি বাবুর নিজের হাতে করা…

ছিদেম। তা করবেন না কেনে? চড়া দামে এক মুঠো সার ছাড়ার বেলা তো ভোলেননি?

ঢুলী। আরে শালা! বাবুর নামে কুচ্ছো…

নায়েব। কাজটা কি ভালো করছিস ছিদেম?

ছিদেম। ভালো মন্দ বুঝিনে! নিজেরা ফুত্তি মারবা, মশলা যোগাব আমরা! খায় না কচু, গালে ঘা!

[শিব ঢোকে। সঙ্গে বংশী ও গোবর্ধন। চারপাশে ভাল মানুষের মতো শিব ঘোরে আর গুন্‌গুন্ করে।]

শিব। যা যা যা লেগে যা…লেগে যা লেগে যা…

বাসিনী। এত ট্যাঁক ট্যাঁক কথা কোত্থেকে শিখলো গো! কানে ফুসমন্তরটা দিচ্ছে কে!

ছিদেম। টেলিগ্রামে ভেসে কানে মন্তর আসতেছে!

[শিব কুলকুল করে হাসে]

বাসিনী। (শিবের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে) ঘোড়াডাঙার টেলি এয়েছে!

নায়েব। হুঁ! (বংশীকে) তুই কি বলিস…

বংশী। মুই দেব…

নায়েব। বল্ কী দিবি ?

বংশী। পোনা দেব…ভেট্‌কি দেব, গ-অ-লদা…

নায়েব। গলদা দিবি…

বংশী। ট্যাংরা…চি-ই-তল…

[নায়েব টিকটিক করে খাতায় টিক মেরে যায়]

নায়েব। চি-তল !

বংশী। শুনে যে চিতুয়ে পড়লেন এজ্ঞে ?

নায়েব। ঘোড়াডাঙার বিলে এত মাছ আছে…?

বংশী। না থাক তোমার কি হোল ? গো-গোবর্ধন যদি একটা গরু দুয়ে দুধ, দই, ছ্যানা, মাখন খাওয়াতি পারে, তো মুই কেনে জাল টেনে বলির প্যাঁটা যোগাতি পারব না এজ্ঞে !

ঢুলী। মস্করা !

শিব। (পুলকে দুলে দুলে ওঠে) আমি কিছু জানিনে, আমি নিরীহ পথিক !

বংশী। ব্যা-ব্যা…প্যাঁটা দেব, ব্যা-ব্যা-আ…খেয়ো !

নায়েব। তোদের সবার এই কথা ! তাঁতী…

তাঁতী। এ্ঁজ্ঞে তাঁত চলছে ! পাছাপেড়ে শাড়ি দেব, পাক মেরে পরো—

বাসিনী। নায়েবদা !

ঢুলী। শালাদের সাহসখানা দেখছেন ?

নায়েব। হাঁদু সিংগিরে ভুলে গেছিস !

শিব। ফুস্…

ছিদেম। রেখে দাও তোমার হেঁদো সিংগি ! ফুস্ করে দেব—

নায়েব। বটে !

শিব। (আস্তে) বটে !

সকলে। বটে !

বাসিনী। ঘোড়াডাঙার ঘাড়ে ভূত লেগেছে !

ছিদেম। ভূত লেগেছে তোর যৈবনে ? মামদোভূত !

[শিব অলক্ষ্যে বাসিনীর কনুই-এ ত্রিশূলের খোঁচা দেয়]

বাসিনী। কেরে ! খোঁচা মারল কে ? নায়েবদা···

নায়েব। আগুন জ্বলবে !

ছিদেম। জ্বলবে তোমার বাবুর ঘরে !

নায়েব। বটে !

সকলে। বটে !

শিব। (পুলকে নিজের মনে বকে চলে) আমি কিছুই জানিনে···
আমি ভোলেভালা পথিক···

নায়েব। মাঠে যদি আজ নুড়ো না জ্বালি আমার সাতপুরুষে নায়েব না ! ডাক ইয়াসিনকে।

ঢুলী। ডাণ্ডা ! লেঠেলের ডাণ্ডা পড়লে শালা সব ঠাণ্ডা ! ইয়াসিন !

নায়েব। হাউ গিলতে গিলতে বাউ গিলেছে। সাপের ল্যাজে পা ! হাঁহু সিংগির রাজত্বে বাস করে—খাজনা দেব না ! ঠেঙিয়ে ভূত ঝাড়াবো ! (ছুটে শিবের কাছে এসে) এই তুই কি বলিস, তোর নামে ধরা হয়েছে—না, তুই না ! ইয়াসিন ! ইয়াসিন !

[নায়েব ও ঢুলী ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেল]

ছিদেম। (শেষ আশ্রয়ের মত শিবের মুখের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে) কত্তা !

শিব। আছি! লেগে যা!

ছিদেম। তুমি তাহলে আমাদের ন্যাতা হলে!

শিব। ন্যাতা কীরে!

ছিদেম। ন্যাতা! ন্যাতা! যে ভরসা দেয়!

শিব। ঠিক আছে,···ন্যাতা হলাম! (পুলকে) আমি ন্যাতা!

বাসিনী। যে বেক্তি মন্তর দেয় তার কপালে আগুন! নায়েবদা—আ—

শিব। ডাক, ডাক তোর আর কটা দাদা আছে—ডাক। (ত্রিশূল তুলে) আমি ন্যাতা!

বাসিনী। এর নাম ঘোড়াডাঙা। আর বেরুতে হবে না! বাবু—উ—উ! [বাসিনী ছুটে বেরিয়ে গেল]

ছিদেম। হৈ, নৈবেদ্য বন্ধ কর্ রে ··

[ছিদেম, বংশী, তাঁতী ও গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল।]

শিব। (হাসছে) লেগে গেছে! লেগে গেছে! নারদ! নারদ! কী মজা! পট্টু পাঁয়গলু!

[ভৃঙ্গী হাতের কোষে জল নিয়ে ঢোকে]

ভৃঙ্গীরে, পট্টু পাঁয়গলু!

ভৃঙ্গী। নাও, জল খেয়ে কলকাতায় চলো!

শিব। হাতে করে জল আনলি! যা···আমি খাব না।

ভৃঙ্গী। আই নন্দী!

[নন্দী ঢোকে মুখকাটা ডাব নিয়ে]

নন্দী। ধরো···

শিব। ডাব!

নন্দী। তবে? তোমায় আমি চিনিনে। আমাকে ন্যাকা ভৃঙ্গী পেয়েছ। হাতে জল আনব।

শিব। আমায় না বলে লোকের গাছে চড়লি কেন? আমি খাব না—

নন্দী। দূর! গাছে চড়ব কেন? ফুটো করে জল খেয়ে কেউ খোলটা ফেলে দিয়ে গেছল, এঁদোখানায় চুবিয়ে নিয়ে এলাম। তবে? ভৃঙ্গী পেয়েছ?

শিব। লোকের এঁটো খোলায় জল খাব!

[ভৃঙ্গীর মাথায় মারে]

ভৃঙ্গী। চাঁদা করে মারছে রে।

শিব। তোর মাথার 'পরে আমার রাগ! দেখলেই মনে হচ্ছে, আমি গত হয়েছি।

নন্দী। ঝেড়ে কাশো দিকিনি! কলকাতায় যাবে কি যাবে না?

শিব। যাব না! কলকাতায় লোডশেডিং না থামলে যাব না।

ভৃঙ্গী। (কেঁদে) ঐ দ্যাখ্!

শিব। ব্যোম্! ব্যোম্! চুপ! ব্যোম্! চিনির বদলে ডিউ-স্লিপ দেয়, বলে ভাঙিয়ে খাও। কৈলেসে কেউ ভাঙিয়ে দেয় না। (একরাশ স্লিপ বার করে) ব্যোম্! ব্যোম্! ডিউ-স্লিপ খেয়ে মরব! ঘোড়াডাঙায় থাকব!

নন্দী। মরতে ঘোড়াডাঙা নিয়ে পড়লে কেন, এখানে ঘোড়ার ডিম আছেটা কি?

শিব। (থুঁতনি ধরে) কেনেরে ব্যাটা, জোতদার রয়েছে!

নন্দী। দ্যাখো বাবা, সে বেটা জোতদার কতবড় দাত্যি তার কিছু

জানিনে, তাকে তুমি ঘাঁটাচ্ছো। আমাদের মর্ত্য-যাত্রা তুমি পণ্ড করতে চলেছ···

ভৃঙ্গী। (ডুকরে কেঁদে ওঠে) আমি আর ঘোড়াডাঙায় থাকব না। বাগবাজার তেইশের পল্লীতে যাব!

শিব। ওরে শোন্ শোন্···দুব দামড়া শিশুর মত প্যান্প্যান্ করিসনে!

নন্দী। তুমিও তো কচির মতো বায়না ধরেছ। (ভৃঙ্গীকে) জোরে কাঁদ না।

[ভৃঙ্গী কাঁদে]

তোমার ন্যাওটা ভৃঙ্গু কাঁদছে বাবা—

শিব। জ্বালিয়ে মারলে! যেমন কারুর দুঃখু সইতে পারিনে! (হাত জোড় করে) থাম্ থাম্! আচ্ছা চল্!···কোত্থেকে যে ভূত দুটো আমার পেছনে জুটেছে? (ভৃঙ্গী কাঁদে) যা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে আয়!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী হেসে ছুটে বেরিয়ে যায়]

শিব। মহা ফ্যাসাদ! ওদের ওদিকে লড়িয়ে দিলাম! এরাও এদিকে···

[ফুলটুল দিয়ে সাজানো বাঁকে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নন্দী ভৃঙ্গী ফিরে আসে। বাঁক কাঁধে করে নন্দী ও ভৃঙ্গী হাসছে। ঘুঙুর বাঁধা তারকেশ্বরের বাঁক দুলছে, ঘুঙুরের বোল উঠছে]

শিব। ভৃঙ্গু, বাবুসোনা, একটা দিন থেকে গেলে হত না?

[ভৃঙ্গী কেঁদে ওঠে]

শিব। (কানে আঙুল দিয়ে) চল্—! মরুকগে, লাগিয়ে দিয়েছি, আবার কি? কি বল্?

নন্দী। আবার কি! তোমার লাগাবার কথা…লাগিয়ে খালাস! ওদের ছাড়াবার কথা, ছাড়াক না! পথে যেতে যেতে আরো অনেক জোতদার পাওয়া যাবে। এখেনে এই পর্যন্ত থাক্, পরের গাঁয়ে আবার একটু হবে, তারপরে আর একটু। এমনি করে পরের পর জোতদার চাখতে চাখতে পৌঁছে যাব শহরে!

[নন্দী ও ভৃঙ্গীর কাঁধে ঘুঙুর বাঁধা বাঁক বেজে ওঠে। দুজনে গান ধরে]

নন্দী ভৃঙ্গী। বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি রঙের বাঁশি রে—
ঐ শহরে রাশি রাশি উর্বশী রে—
ভালবাসি মরতের শশীমুখিরে—
আমার বাবার গুণের ছাখো অন্ত নাহিরে—
খুন্‌সুটিতে বাবার আমার জুড়ি মেলা ভার—
এমন বাবা কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর—
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশিরে—

[নন্দী ভৃঙ্গা বাঁক বাজিয়ে তালপাতার ভেঁপু বাজিয়ে আগে আগে চলেছে। পেছনে শিবও চলেছে গাব্দো জুতো পায়ে নাচতে নাচতে।

ওরা বেরিয়ে যাবার আগে নেপথ্যে ঢাক ঢোল বেজে উঠল। ছিদেম বংশীবদন ও তাঁতীকে তাড়া করে লাঠিয়াল ইয়াসিন ঢুকল। তাদের পেছনে সেই পুরো চাঁদা আদায়ের পার্টি। একজনের মাথায় কলা-বৌ, ঢোল কাঁধে ঢুলী, হারমোনিয়মবাদক, বাসিনী, পুরুত ও নায়েব।]

নায়েব। বলে ধান দেব না, দুধ দেব না, মায়ের নৈবেদ্য দেব না!
মার্, মার্ শালাদের···মাথা ফাটিয়ে দে!

[হারমোনিয়মবাদক সেই গান গায়, ঢুলী বাজায় এবং ইয়াসিন লাঠির ঘায়ে ছিদেমদের কাত করে]

ছিদেম। (জোরে) খাটবে না, চিরকাল জারিজুরি খাটবে না লায়েব! দিন ঘুরতেছে!

নায়েব। শ্মশান করে দেব। সারা গাঁ জ্বালিয়ে দেব। হাঁদুবাবুকে চিনিসনে! মার্, মার্ শালাদের···

পুরুত। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন···

ইয়াসিন। কল্‌জে ছিঁড়ে নেব!

চাষীরা। ফাঁকি দিয়ে অনেক নেছো, আর না—

নায়েব। মুখ বন্ধ কর্! (পায়ের জুতা খুলে দিয়ে) ঢোকা, শালার মুখে ঢোকা···

চাষীরা। ও কত্তা ঠেকাও গো—

নায়েব। কোন্ সম্বন্ধী ঠেকাবে! আসুক! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

[হারমোনিয়মবাদক গান গায়। ঢুলী ঘুরেফিরে বাজায় আর ইয়াসিন মুখে অনর্গল বিচিত্র শব্দ করতে করতে লাঠি ঘোরায়।]

চাষীরা। ও কত্তা—

[শিব উত্তেজিত। নন্দী ও ভৃঙ্গী তাকে সবলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।]

নায়েব। (প্রায় নাচতে নাচতে) দিবি, দিবি শালারা, এবার আর

আমরা বয়ে নিয়ে যাব না। কাঁধে করে পূজোর দালানে পৌঁছে দিবি তবে ছাড়ান…

চাষীরা। কত্তা!

নায়েব। বিদ্রোহ হচ্ছে! ঘোড়াডাঙায় বিদ্রোহ! কার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা, হাঁদুবাবুর লাঠির সামনে দাঁড়ায়! মার্ মার্ শালাদের…মেরে কিমা বানিয়ে দে…

[শিব হঠাৎ ঢুলীর ঢোলটা কেড়ে নিয়ে কেউ কিছু বোঝার আগেই পিছন থেকে নায়েবের মস্তকে ঢোলের বাড়ি মারে, নায়েব ঘোঁক করে এক বিকট শব্দ করে বসে পড়ে।]

নায়েব। বাবাগো! কে রে!

শিব। তোর বাবা!

নায়েব। শালা!

শিব। আমি কে তা জানার ভাগ্যি তোর সাতজন্মে হবে না! নরাধম পিশাচ! আমার সামনে গরিবের গায়ে হাত তুলিস! (পুনর্বার ঢাক তুলে) কই, কই, কই সে জোতদার কই?

হারমোনিয়ম। তিনি বাড়ি রয়েছেন! ইনি তার নায়েব!

শিব। নায়েব গায়েব হয়ে গেছে। সে ব্যাটাকে ডেকে আন। ভস্ম করে দেব, ফুটিয়ে দেব, ফাটিয়ে দেব…বো-ও-ও-ম্! ওঠ ছিদেম…ওরে ভয় নেই…ভবের অসুর নাশ করব আমি…ফুস্‌স্!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী শিবকে থামাতে চাইছে।]

নায়েব। মস্তানি হচ্ছে শালা! ঘোড়াডাঙার বাঘ দেখিসনি, হালুম! ইয়াসিন!

ইয়াসিন। (উঠে দাঁড়ায়) হুজুর!

নায়েব। ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা কর্!

ঢুলী। ইয়াসিন কসাই! আস্ত পাঁঠার গোস্ত বানাতে এক মিনিটও লাগে না—। ইয়াসিন!

[ইয়াসিন ছিটকে যাওয়া লাঠি তুলে মুখে বিচিত্র শব্দ করে ভু-র্-র্]

ভৃঙ্গী। অ্যাই নন্দী, বাবা ফেঁসে গেল রে!

নন্দী। বাবা, বাবাগো! কেটে পড়ো! বেধর্মী···কসাই!

ভৃঙ্গী। ওর লাঠি তোমার গায়ে পড়বেই! বাবাগো···

ইয়াসিন। (তেলমাখা লাঠিখানা আকাশের দিকে তুলে) উস্তাদ উসমানে জান··পীর দরগায় জান···আব্বাজান. আবেদাল্লা··· আম্মাবিবি আমেনা খাতুন···ইয়া আল্লা! এক্কে ঘায়ে পেঠিয়ে দেব আসমান···

নন্দী ভৃঙ্গী। বাবা—

[শিব স্থির চোখে ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে। সহসা নড়েচড়ে ওঠে এবং আগুয়ান ইয়াসিনের লাঠির নীচে অদ্ভুত বিচিত্র ভঙ্গীতে নেচে ওঠে।]

চাষীরা। (সবিস্ময়ে) হৈ রে!

[ধীরে ধীরে শিবের নাচ বাড়ে, দেহে বিচিত্র কম্পন লাগে। শিব ঝুলি থেকে ডুগডুগি বার করে নেয়, ডুগডুগি বাজায় আর নাচে।]

নায়েব। দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ঘিলু ছোটা!

শিব। (নাচতে নাচতে বাজাতে বাজাতে অট্টহাসি ছাড়ে) হাঃ··· হাঃ···হাঃ···

ইয়াসিন। (হাতের লাঠি কাঁপছে) ইয়া আল্লা!

শিব। (হাসতে হাসতে ঝুলি থেকে মস্তবড় সাপ টেনে বার করে) হাঃ হাঃ হাঃ!

নায়েব। ইয়াসিন! ইয়াসিন!

ইয়াসিন। (কাঁপতে কাঁপতে) আল্লা! আল্লা! [ইয়াসিন মাটিতে আছড়ে পড়ে]

শিব। চিনতে পারছিস! তোর আল্লা! হাঃ হাঃ হাঃ···সবার চেয়ে তুই পুণ্যবান···হাঃ হাঃ হাঃ···

ইয়াসিন। (হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে আর বলে) আল্লা! আল্লা!

[ইয়াসিন পালায়। শিবের হাসি। চাষীরা হৈ হৈ করে। নায়েবের দল কাছাখোলা হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।]

ছিদেম। (শিবের পায়ের কাছে বসে) তুমি কেডা জানিনে, কেনে বাঁচালে তাও না, শুধু এইডা জানি তুমি মোদের রক্ষেকর্তা··· বাপ! ন্যাতা!

[ছিদেম নৃত্যরত শিবের পায়ের ফাঁকে ঘাড় গলিয়ে শিবকে কাঁধে তুলে নেয়। শিবকে কাঁধে নিয়ে চাষীরা হৈ হৈ করে বেরুচ্ছে]

ভৃঙ্গী। বাবা! ওরে নন্দী, বাবারে নিয়ে গেল—

নন্দী। ওগো ছেড়ে দাও, বাবারে ছেড়ে দাও—

ভৃঙ্গী। নেমে এসো, বাবাগো নেমে এসো—

শিব। কি করব! ছাড়ছে না যে! আমি যে ন্যাতা হয়ে গেছি!

[শিবকে নিয়ে চাষীরা ছুটছে। একজন শিবের পাশে কলা-বৌকে কাঁধে করে তুলেছে। নন্দী ও ভৃঙ্গী তাদের পিছু পিছু ছোটে। সকলে বেরিয়ে গেল। দ্রুতবেগে কার্তিক ঢুকল।]

কার্তিক। (নেপথ্যে দেখিয়ে) আরে আরে লোকটাকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে! ব্যাপার কী! লোকটা কে?

[হস্তিমুখ মস্তপেট গণেশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল]

গণেশ। উফ্! উফ্! উফ্! (হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে) উফ্!

কার্তিক। কী, এর মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে! (হেসে) পেটটা একটু ঝরাও বড়দা…এই যে আমায় দেখছ…নো ফ্যাট!

গণেশ। উফ্! উফ্!

কার্তিক। ওঠো, ওঠো। লোকটাকে নিয়ে কী করে দেখি! চলো, আমার সঙ্গে জগিং করবে!

গণেশ। জগিং করলে পেট কমবে কার্তিক?

কার্তিক। আলবাৎ টাইট হয়ে যাবে!

গণেশ। তা'লে তুই আমাকে কোলে নে—

কার্তিক। কোলে নেব!

গণেশ। আমাকে কোলে নিয়ে তুই জগিং কর্, তোরও হবে আমারো হবে। নে…কোলে নে কাতু…

[গণেশ কার্তিককে জড়িয়ে ধরে।]

কার্তিক। এই! এই!

গণেশ। নে না, আমি তোর বড়দা! গুরুজনকে কোলে নিতে হয় —নে না ভাই…

কার্তিক। ছাড়ো! দূর! ছাড়ো···

[দুর্গা ঢোকে]

দুর্গা। মেয়ে দুটো যে পিছিয়ে পড়ল, ও কাতু···ওদের একটু ধরে আননা বাবা···লক্ষ্মী সরস্বতী যে হাঁটতে পারছে না···

কার্তিক। কজনকে ধরব মা! তোমার বড় ছেলে কোলে উঠতে চাইছেন। এঁকে শিগগির একটা পূজো প্যাণ্ডেলে ফিট করে দাও মা—

দুর্গা। কোন্ প্যাণ্ডেলে উঠি বল্‌তো? চতুর্ধারে পূজোর আয়োজন —সর্বদিকে আবাহন। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা দিল্লী নাগপুর—কানাডার টোরাণ্টো শহর থেকেও ডাক আসছে।

গণেশ। টোরাণ্টো! ঘরে ঘরে ধনী লোকের বাস। নৈবেদ্যটি হবে ফার্স্টক্লাস! টোরাণ্টোয় নতুন ধরণের ফল পাকুড় দেবে। টোরাণ্টোয় চলো মা, চালের ওপর কলার বদলে চেরিফল দেবে! আহাহা—

[গণেশ লাফিয়ে ওঠে]

কার্তিক। পেট কমবে কি! খ্যাটনের নামে তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের ডাক অগ্রাহ্য করে, টোরাণ্টোয় যাবে চেরিফল খেতে! ছিঃ!

দুর্গা। ওরে তোরা ঝগড়া করিসনি। ভালো লাগছে না। চারধারে এত আনন্দ! ওনার জন্যে মনটা ছটফট করছে!

গণেশ। উনি কিনি মা?

দুর্গা। উনি উনি! ঝগড়া করে ফেলে রেখে এলুম—

কার্তিক। বাবার কথা বলছ!

দুর্গা। কৈলেসে বসে না জানি এতোক্ষণ কী করছে! হয়ত চান করেনি, খায়নি! বসে বসে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে! তোরা থাক্, আমি যাই—

কার্তিক। কোথায় যাচ্ছো?

দুর্গা। কৈলেসে, তোর বাবার কাছে! তোরা পুজো নে—আনন্দ কর্—তোরা থাক্, আমি যাই—

গণেশ। ওমা, তুমি চলে গেলে আমাদের কে পুজো দেবে। পান্তাই দেবে না—

[দুর্গার আঁচল টেনে ধরে]

কার্তিক। কষ্ট করে কটা দিন থাকো না মা—মাত্তর চারটে দিন—

দুর্গা। ওরে না না, একটা রাতও ওনাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকিনি! তোরা থাক্, আমি যাই—

গণেশ। মা—মা—

কার্তিক। ফিরে গিয়ে ফের তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দেবে—

দুর্গা। না, কোনোদিন ওঁর মনে আর কষ্ট দেবো না! তোরা থাক্, আমি যাই—

গণেশ। ধর্ কাতু—ধর্…

[গণেশ ও কার্তিক দুর্গার হাত ধরে।]

কার্তিক। বাবার জন্যে ভেবো না—বাবা ভালো আছে—

দুর্গা। না, আমার জন্যে কাঁদছে…ছাড় বাপু, আমি যাই—

গণেশ। কাতু, শিগগির একটা প্যাণ্ডেলে ঢোকা—

দুর্গা। ছেড়ে দে—আমি যাই—

[অনিচ্ছুক দুর্গাকে টেনে নিয়ে কার্তিক ও গণেশ বেরিয়ে গেল।

পশ্চাৎপটের পাঁচটি খোপের মুখ খুলে গেল। পাঁচটি মূর্তি ফুটে উঠল।

মাঝখানে হাঁদু সিংগি—হাঁড়ির মত মুখ, মোচার মত গোঁপ, কপালে সিঁদুর, গলায় সোনার হার, পাকানো চাদর—গড়গড়া টানছে ভুড়ুক ভুড়ুক। দুপাশের খোপে খোপে নায়েব, বাসিনী, ঢুলী ও পুরুত]

নায়েব। (হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে) কিচ্ছু জানিনে বাবু, কে লোকটা, কোথা থেকে এলো, কিচ্ছু না! পেছন থেকে আচমকা মাথায় ঢোল মারল!

ঢুলী। যখন ইয়াসিন মোল্লা শালাদের পেরায় কাবু করে এনেছে—

নায়েব। তখুনি ঢোল মেরে আমায় কি রকম ছোট করে দিয়েছে বাবু!

ঢুলী। আমার ঢোলটা ও কেড়ে নিয়েছে বাবু!

পুরুত। বলে ধান দেব না! ফল পাকুড় প্যাঁটা মোষ···কিছু দেব না।

বাসিনী। ছিদেম চাষা আমাদের কলা-বৌ বাজেয়াপ্ত করেছে বাবু···। কী অলুক্ষণ! উদ্ধার না করলে পূজো বন্দ বাবু!

নায়েব। হাড়হারামজাদা চাষাগুলো···শালার জাত···বেজম্মার জাত ···এখন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ধেই ধেই নাচছে! ঐ শুনুন বাবু, ঘোড়াডাঙার চাষাপাড়ায় ডুগডুগি বাজছে!

হাঁদু। (নল টানতে টানতে) লাশ নামিয়ে দাও!

সকলে। লাশ!

হাঁহু। ঘোড়াডাঙার বিলে নেতাবাবাজীর লাশ ভাসিয়ে দাও! তারপর চাষাগুলোকে আমি দেখব! (সিঁদুর মাখানো খাঁড়া তুলে) মা, মাগো, তোর মোষ নেই, পাঁঠা নেই, আশীর্বাদ কর মা, ঐ চাষার নেতার মুণ্ডু নামিয়ে যেন তোর পা রাঙাতে পারি …মা, মাগো!

সকলে। মা, মাগো!

হাঁহু। মা…মাগো…

সকলে। মা…মাগো…

[সমবেত মাতৃ-বন্দনা কানে প্রায় তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।]

● পর্দা ●

শিবের অসাধ্যি

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[মঞ্চ-ব্যবস্থা একই। মাঝখানে একটি আলপনা দেওয়া জলচৌকি। তার ওপরে শিবঠাকুর বাবু হয়ে বসে আছে। মাথায় একটা তাল-পাতার ছড়ানো ছাতা ধরে আছে বংশীবদন। তাঁতী একটা পাখা দিয়ে শিবঠাকুরের গায়ে হাওয়া করছে। আর আছে গোবর্ধন, ছিদেম। শিবের একপাশে সেই কলা-বৌটি দাঁড় করানো। চাষীপাড়ায় উৎসব হচ্ছে, ঢোল বাজছে। ছিদেম গান ধরেছে। নন্দী ভৃঙ্গী দূরে এক কোণে বিরসমুখে বসে আছে।]

ছিদেম। শুনহে মানুষজন…শুন সর্বজন…আর শুনরে শুনরে শুন…
ঘোড়াডাঙায় আইল বাবু শিববাবু যার নাম…
তার ঢোল খাইয়া ঠাণ্ডা হইল নায়েব দাদার জান…
হায় হায় হাঁদু সিংগির পরাণ…

সকলে। ঘোড়াডাঙার মানষে সিংগির কেটে নেবে কান!

[একজন খনখনে বুড়ো গলায় গাঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে এক কোণে বসে ছিল। সে জাত গাইয়ে। গাওনা-বুড়ো এবার উঠলো।]

গাওনা বুড়ো। (কাঁপা কাঁপা গলায়)
কোন্ বাবুরে ভরসা পেয়ে করিস হেন বড়াই…
নাম জানিনে ধাম জানিনে হঠাৎ কেন এলো—

হঠাৎ এলে হঠাৎ যাবে, খনায় বলে গেল…
কার ভরসায় সিংহের সাথে করতে যাবি লড়াই…
[শিব হাসে]

সকলে। (বুড়োকে পেয়ে) গাওনা বুড়ো ধরেছে রে, উচ্ছব জমেছে। বাজে টাক্‌ডুম…টাক্‌ডুম—

ছিদেম। ও গাওনা বুড়ো!
আমার বাবুর ঝোলায় আছে এতখানি সাপ…

গা-বু। হাঁদুর পায়ে নত হয়ে ঐ সাপ চাইবে দেখিস মাপ…

সকলে। ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগ্‌, ভাগরে বুড়ো এ বাবু সে বাবু নয়…

ছিদেম। আমার বাবুর মাথায় আছে এমন মোহন ঝুঁটি…

গা-বু। সেই ঝুঁটি তোর হাঁদুর পায়ে পড়বে দেখিস লুটি…

[শিব হাসে। গাওনা বুড়োর হাত ধরে নাচ শুরু করে। নন্দী ভৃঙ্গীকেও টেনে নেয়, কিন্তু তাদের এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই। নির্জীব অনিচ্ছুকের মতো উল্টোপাল্টা পা মেলায়।]

সকলে। ঘোড়াডাঙায় আইল নেতা শিবুবাবু তার নাম…
তার হাঁক শুনে হাঁদু সিংগি ভোলে বাপের নাম…

ছিদেম। আমার নেতা নাচতে লাগে শাওন থৈ থৈ…

গা-বু। হাঁদু সিংগির তল মেলে না সে যে অথৈ…

সকলে। ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগ্‌ ভাগরে বুড়ো আনতে বলিস মই…

ছিদেম। বুড়ো মানুষের বুদ্ধি কিছু নাই…
দেড়হস্ত তেনি আছে কাছাটুকু নাই…
[সকলে হৈ হৈ করে হেসে ওঠে]

সকলে। ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্ ভাগরে বুড়ো ভাগ্…

গা-বু। (কাছা দেবার চেষ্টা করতে)

ও পরের কাছা ধরে-করে কে জিতেছে কবে…

চাষার ভাগ্যি চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে…

সকলে। ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্ রে বুড়ো ভাগ্…

গা-বু। (গাইতে গাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে)

চাষার ভাগ্যি চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে…

সকলে। ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্ ভাগরে বুড়ো ভাগ্…

[গাওনা বুড়ো ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। শিব ঝুলি থেকে মুঠো মুঠো বাতাসা ছড়িয়ে দিল]

গোবর্ধন। বাসাতা! বাসাতা! হরির লুট ধরো গো!

[একটা সর্বাঙ্গ ঢাকা বৌ, শাড়ির আড়ালে ছেলেও হতে পারে—মস্ত বড় ঘোমটা টেনে একটা ডালায় কিছু ফলমূল পান সুপুরি ও একঘটি জল নিয়ে এসে শিবের পায়ে প্রণাম করল।]

তাঁতী। কতো পুণ্যি করেছিলে গো খুড়ি, শিবুবাবু হেঁটে তোমার ঘরে এলো…

শিব। ওঠো…ওঠো মা ভক্তিমতি, আমার লক্ষ্মীর মতো মেয়ে। ধন-ধান্যে লক্ষ্মী লাভ হোক্। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার হোক্। বছর বছর কোলে সন্তান আসুক।

[বৌটি লজ্জায় আরও ঘোমটা টেনে কুঁকড়ে গেল]

বংশী। এ-হে-হে কত্তা, আর কটা দিন আগে যদি তুমি আসতে! হাঁদু সিংগি যে ভে-ভে-ভেসেক্‌টমি করে দিয়েছে গো!

[বৌটি বংশীর কানে কানে কিছু বলে]

বড্ড খুশি হয়েছে গো বাবু। গরিব মেয়ের ঘরে তুটো শাক-অন্ন খেতি হবে বাবু। (বৌটি বংশীর কানে কানে কিছু বলে) বলতেছে, ঘে-ঘে ঘেন্না হবে না তো!

শিব। (ছলছল চোখে) ঘেন্না! মেয়ের বাড়ি খাব! ঘেন্না!

ছিদেম। শত হোক আমরা হলাম গরিবগুরো ইতরজন, তুমি হলে বাবু!

শিব। বাবু! ওরে, ওরে তোরা জানিসনে, তোদের মত ইতরজনের সঙ্গেই তো আমার ওঠ্‌বোস! ধন ঐশ্বর্য ভোগবিলাস আমার কিছু নেই। ধুলোয় শুই, ভস্ম মেখে ঘুরি, কাপড়ও পরিনে বড় একটা, শুধু বাঘছাল! ভূতপ্রেত ইতরজনের সঙ্গেই যে আমার পটে রে ছিদেম।

বংশী। তাই কও! তুমি মোদের কেলাসের লোক! তাই এত বোঝো মোদের তুঃখু!

তাঁতী। তোমারে একটা মিহি স্নুতোর কাপড় দেবার বড় সাধ হয়েছে বাবু।

গোবর্ধন। আমি একটু ছ্যানা খাওয়াব। গোবর্ধনের হাতের ছ্যানা ···না-না করেও ফেলতে পারবা না!

শিব। দিস···দিস···চেয়েচিন্তেই তো আমার চলেরে···(একটি পান মুখে ফেলে) ও মেয়ে, একটু গুণ্ডি হবে?

ছিদেম। গুণ্ডি!

শিব। নিদেন একটু কাঁচা তামাক! আমার আবার একটু নেশা আছে কিনা··

বংশী। তামাক। তামাক। বৌ তামাক…(বৌ কানে কানে কি বলে) ডালায় আছে।

শিব। (গাল ভরতি পানের পিকে তামাক ফেলে) ঝুট্ ঝামেলা চুকেবুকে যাক্…তারপর গিন্নিকে নিয়ে তোদের বাড়ি কটা দিন কাটিয়ে যাব! কী যে খুশি হবে তোদের হাসিভরা মুখ দেখলে…

বংশী। (বৌটি বংশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই) বলছে, বাবার বে হয়েছে!

শিব। বে না হলে তোরা হলি কোত্থেকে! আমার সরস্বতীর মত কথা বলে!

গোবর্ধন। তা মা ঠাকরুণ কোথায়?

শিব। বোধহয় গোসাবা!

ছিদেম। গোসাবায় কি করে?

শিব। একই কাজ! জোতদার শাসন করে…

বংশী। কও কি, কত্তাগিন্নি দুজনে মিলে…

শিব। মানুষের উপকার করে বেড়াই…সত্তুমি, অষ্টুমি, নওমী, দশুমী…জোতদার শাসন করে দুজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই ‥

নন্দী ভৃঙ্গী। (চাপা গলায়) গুল! গুল!

গোবর্ধন। তা তুমি পারো! অতবড় লেঠেল, যার ভয়ে কেঁচো হয়ে ছিলাম অ্যাদ্দিন…স্রেফ নাচ দ্যাখায়ে ভির্মি খাওয়ায়ে দিলে…

শিব। খাবে, ভির্মি খাবে, ডিগবাজি খাবে, শেষ দর্শনে গড়াগড়ি খাবে। (পান চিবুতে চিবুতে) আচ্ছা ছিদেম, ঘোড়াডাঙার জোতদার এরকম শক্তিশালী হয়ে উঠল কি করে, তোরা এতজনে তাকে এঁটে উঠতে পারিসনে!

ছিদেম। মহাশক্তিশালী! ভোটে দাঁড়ায়ে হয়েছে!

শিব। ভোট! ভোট আবার কিরে!

ছিদেম। কচুপোড়া, ভোট কি তাও জানো না? তোমারে যে গোড়া থেকে শট্‌কে পড়াতে হবে।

গোবর্ধন। আজ্ঞে কত্তা ভোট হোল গে এক পেরেকারের ছিলিপ কাগুজ। আগের দিন রাত করে যাবতীয় কাগুজে স্ট্যাম্পো না ঝেড়ে…হাঁদুবাবু বাক্স ভর্তি করে রাখে…

ছিদেম। পরের দিন সেই ছিলিপ কাগজ এট্টা-এট্টা করে গুনে হাঁদুবাবু রাষ্টর মস্তিরি হয়ে যায়।

শিব। কী কাণ্ড! কোন খবরই রাখিনে! তা রাষ্ট্রমন্ত্রী কি বস্তু?

তাঁতী। ঐ এক পেরেকারের মস্তিরি—তানার দায়-দায়িত্ব নেইকো, খালি পাওয়ার আছে।

শিব। কিসের পাওয়ার?

ছিদেম। মহা যন্তরনায় পড়লাম তো! (চেঁচিয়ে) পেরথমে খাদ্য-বস্তু উধাও করার পাওয়ার…

বংশী। ধান চাল চিনি কেরোসিন…

তাঁতী। মাছ শাক পরনের বস্তর…

বংশী। পিদিম জ্বালানোর তেল…

গোবর্ধন। মায় গরুর খাদ্য ভূষিটা পর্যন্ত…

শিব। ফু-উস্! ও বাবা! ফুসমন্ত্রে সে যে আমার বাবা! দ্যাখো কাণ্ড! কিছুতেই শালাকে ছকে উঠতে পারছিনে।

ছিদেম। ল্যাও ঠ্যালা, এখনও ছকেই উঠতে পারলে না, তুমি তারে শাসন করবা? গ্যাঁজা খাও?

শিব। আছে ?

ছিদেম। কি ?

শিব। গাঁ্যাজা···

সকলে। খাও—?

শিব। (বেফাঁস হয়ে গেছে বুঝে) উঁহু, শুঁকি! তা খাদ্যদ্রব্য কি করে উধাও করে রে ?

ছিদেম। উঃ পাগল হয়ে যাবো তোমার পোশ্নে! (চীৎকার করে) বড় বড় ব্যাওসাদার মহাজন ··বোঝ!···গোডাউনে চাবি দিয়ে রাখে। তারা সব রাষ্টরমন্তিরির স্যাঙাৎ!

তাঁতী। মালকড়ি গুদোমে চেপে পরের পর দাম বাড়ায়ে যায়।

শিব। দামও বাড়ে ?

ছিদেম। বাড়ে না? ধরো চার পয়সার এককোষ তেল কিনে বেহ্মতালু ভিজিয়ে তুমি দেখলে মনমতো হলো না···আর এক কোষ তেলের জন্যে হাত বাড়ালে···ছাখবা দাম তখন আশী পয়সা।

শিব। বলিস কী রে? তেলটা ব্রহ্মতালুতে ডলার ফাঁকেই চার থেকে আশী! মূল্যমান কখনোই স্থির থাকে না!

ছিদেম। বলো ছকে উঠতে পারছিনে!

শিব। পারছিনে রে—

ছিদেম। এ জম্মেও পারবা না!

নন্দী। ফালতু গাঁ্যাজাচ্ছো কেন ?

শিব। চুপ!

ছিদেম। এক চৌকিতে বসে শতখানেক পোশ্ন করে যাচ্ছো!

শিব। তোরা খাস কি ?

ছিদেম। শাপ্‌লা, পুকুরের গুগ্‌লি, শামুক, ব্যাঙ !···বলো, ব্যাঙ কি ?

শিব। (হেসে) ব্যাঙ কী রে ?

ছিদেম। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ! কোলা ব্যাঙ !

বংশী। তাও ভুলতে বসিছি। জোতদার রাষ্টরমন্তিরি তাও ধরে ধরে ভিন্ দেশে চালান লাগাচ্ছে !

শিব। কী কাণ্ড ! আচ্ছা ডেসেক্‌টমি কীরে ?

ছিদেম। ভেসেক্‌টমি হলো···(হাঁটুর ওপর খানিকটা কাপড় তুলে নামায়) বৌঠান, এক ঘটি জল ছাও দিকি আমারে। ইনি যে কি করে জোতদার শাসন করবে তাই বুঝে উঠতে পারতিছিনে !

শিব। (পান চিবুতে চিবুতে) হুঁ ! দেশের অবস্থা খুবই খারাপ···!

নন্দী। কি রকম গম্ভীর মুখে পোঁয়াজি মারছে ছাখ—চলো ! বুঝবে ঠ্যালা !

শিব। কোথায় যাচ্ছিস র‍্যা ?

নন্দী। ব্যাঙ ধরতে। চ—

[নন্দী ভৃঙ্গী চলে যায়]

শিব। ব্যাঙ ক্রমশ অমিল হয়ে যাচ্ছে ! খাদ্যদ্রব্য ফুস্ ! হুঁ ! অবিশ্যি গত সনে বাবুঘাটে বসে আমি সেটা টের পেয়েছিরে বংশীবদন···

বংশী। কলকেতার বাবুঘাটে !

শিব। কী বড়বড় ইলিশ মিলতো আগে বল্ ! এতখানি-খানি ! কী তেল ! পেটপোরা ডিম ! আগে আগে আমি আর গিন্নি বিসর্জনের দিন বাবুঘাটে ঝাঁপ দিয়ে ডুব-সাঁতার কেটে ইলিশ ধরতাম। বাড়ি ফিরে কত রান্নাবান্না হতো ! কিন্তু গত কয়েক বছর···

বংশী। ক' বছর ?

শিব। গেল কয়েক বছর ঐ বিসর্জনের দিন···ঐ বাবুঘাটে···ঐ ডুব-সাঁতার দিয়ে আমি আর গিন্নি ঐ ছুজোড়া কোঁচড়ে বেঁধে ··বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, কোঁচড়ে ছুজোড়া লাশ !

সকলে। লাশ !

শিব। মাত্র ক' বছরের ব্যবধানে কলকাতার গঙ্গায় ইলিশের বদলে লাশ ভাসছে। কি করে বুঝব বল্ ··গঙ্গায় আজকাল ইলিশ না জন্মে, জন্মাচ্ছে ইয়া লাশ !

[নেপথ্যে মাইকে ঘোষণা হয়]

ঘোষণা। (নেপথ্যে) বাতিল ! বাতিল ! বাতিল !

ঘোড়াডাঙার চৌহদ্দির মধ্যে সভা সমিতি বাতিল ! হাঁহুবাবুর অর্ডার !

শিব। কী বলছে ? সভা বাতিল ! হুঁ, দেশের অবস্থা খুবই খারাপ ! ঘোড়াডাঙার দত্যি ! যতো সোজা ভেবেছিনু ··নয়কো ! ব্যাটা তোদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ষাঁড়ের মত মোটা হচ্ছে। ব্যাটাকে এমন শিক্ষে দেব, মজুত মালকড়ি বাপ-বাপ বলে ছেড়ে দেবে—

সকলে। ছ্যাও কত্তা !

ঘোষণা। (নেপথ্যে) বিদেশী লোকজন পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘোড়াডাঙা ছাড়ো ! একশো চুয়াল্লিশ ধারা···কার্ফু ! কার্ফু !

[শিব উঠে দাঁড়ায়]

শিব। আজ উঠি রে ছিদেম।

-সকলে। কোথায় ?

শিব। যাই দেখি ওরা দুটো কোথায় গেল। বেলা পড়ে এলো··· ফিরতে হবে তো।

ছিদেম। ফিরতে হবে মানে!

শিব। এখানে বসে থাকলে কি আমার চলে, কাজ আছে না? আচ্ছা, আসছে বছর আবার সব দেখা হবে তোদের সঙ্গে··· কেমন? ভালো হয়ে থাকিস সব·· কেমন? [শিব প্রস্থানোদ্যত]

ছিদেম। সে কি! জোতদার শাসন করবা না?

শিব। এ যাত্রায় আর হলো কই? কার্ফু করে দিল! (পান খেয়ে) সঙ্গের ছেলে দুটো ভয় পেয়ে যাবে যে! পরের বছর এসে—শাসন আর কি করব, মেরে দিয়ে যাবোখন—কেমন?

সকলে। পরের বছর মারবা মানে! এই যে বললে আজ!

শিব। (হেসে) আজ আর হবে না। গিন্নির কাছে যাবো—চলি রে, কেমন—

ছিদেম। মামদোবাজি? এত কাণ্ড করে এখন 'চলি রে, কেমন'?

গোবর্ধন। না থাকবা তো নায়েবরে ঢোল মারলে কেন?

শিব। হাতের কাছে ছিল, মেরে দিয়েছি!

তাঁতী। বাঁধবার বেলা বাঁধাতে পারলে·· খকল নেবার বেলা ফুড়ুৎ!

ছিদেম। আগুন জ্বালায়ে সুড়ুৎ!

[হঠাৎ শিব ছুটে বেরুতে যায়, বৌটা শিবের কাছা টেনে ধরে]

শিব। একি! একি! একি করিস মা লক্ষ্মী, ছাড়্!

ছিদেম। কি ছাড়বে? সে উদিকে অস্তর শানাচ্ছে!

শিব। পরের বছর হবে।

ছিদেম। সে পর্যন্ত আমরা কি বেঁচে থাকবো…দাঁড়াও…

শিব। ছাড়ো…মা লক্ষ্মী ছাড়ো ‥কাছা খুলে যাবে যে…আচ্ছা, নে এটা ধর্!

[মাথা থেকে একটা পাতা নিয়ে এগিয়ে দেয়]

ছিদেম। (পাতাটা শুঁকে) বেলপাতা!

শিব। বিষ্যুৎবারে বিষ্যুৎবারে বাসিপেটে উত্তর-মুখো হয়ে তিনবার মাথায় ঠেকাস বাপধনেরা, দেখিস জোতদার তোদের কিচ্ছু করতে পারবে না!

ছিদেম। সাতকাহন রামায়ণ গেয়ে বেলপাতা ঠেকায়ে যাচ্ছো! টোটকা!

শিব। কাজ হবে রে, ফেলিসনে! ছাড়্…ও মা লক্ষ্মী কুলবধূ, বাপের কাছা খুলতে নেই মা…ছিঃ মা…কাদের পাল্লায় পড়লাম রে!

ছিদেম। কত্তা, তোমারে যে আমরা ছকে উঠতে পারিনে!

শিব। দিলো দিলো…কলাবৌ-র সামনে সব খুলে দিলো ‥কী ডাকাত মেয়েছেলে! ছাড়্! কার্ফু জারি হয়ে গেছে!

ছিদেম। বুড়ো ভয় পেয়ে গেছে রে!

শিব। ভয়! আচ্ছা চল্ ‥বেটাচ্ছেলেকে শাসন করে আসি!

সকলে। তাই করো!

শিব। করছি। সে বেটাচ্ছেলের তো এদিকে আসার নাম নেই, আমারো সময় নেই…চল্ বেটার বাড়ির ওপর ফেলে এমন সাজা দেব না…দশ জন্মে ভুলতে পারবে না!

ছিদেম। তার বাড়ির ওপর তারে মারবা! মুখের কথা!

শিব। আমার মুখের কথাতেই কাজ হয়! এমন পিটুনি দেব না…

তাঁতী। আমরা কিন্তু তার গায়ে হাত দিতে পারব না।

শিব। (খিঁচিয়ে) তোদের কে হাত দিতে বলেছে। হাত দেব আমি। হাতও দেব না…ফুঁ দেব…বুদবুদের মতো ফুট ফুট করে ফুটে যাবে!

ছিদেম। খালি ফুঁ! লাঠি লাগবে না।

শিব। লাঠি! লাঠি কি হবে? দূর দূর! ফুঁ! ফুঁ! ভেবেছে, কি, মানুষের বুকের রক্ত খাবে……ব্যোম্!

[পুরুত ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

পুরুত। বোমা!

বংশী। আরে বড়লোকের ঠাউর যে, হেথায় কি মনে করে?

পুরুত। (এগিয়ে শিবের গায়ে শান্তি জল ছিটিয়ে) বোমা কেন? বোমা কি হবে? কে খাবে? কখন…

শিব। গায়ে জল দিচ্ছিস কেন রে?

পুরুত। শান্তিবারি! শান্তি! শান্তি!

ছিদেম। বারি তোমার বাবুর গায়ে দেওগে ঠাকুর!

পুরুত। শান্তি! শান্তি! আপনার বোধহয় দিল্লীতে হাত আছে—

শিব। দিল্লী! দিল্লীতে হাত কি রে? এইতো আমার হাত!

পুরুত। না বললে চলবে না, দিল্লীতে হাত না থাকলে এতো রোয়াবি তো আসে না দাদা!

শিব। এটা কী বলে রে!

পুরুত। নির্ঘাৎ দিল্লীশ্বরের লোক! দাদা…আমি আপনার গুরুপে!

[শিবের পায়ের ওপর পড়ে]

শিব। গুরুপ্! এই…এই…

পুরুত। ও শালা হাঁদু শিংগিরে আমি কোনো কালে দেখতে পারিনে। আমারে গোরু-খাটান খাটিয়ে নেয়। পেন্নামি দূরে থাক, নামাবলী পাল্টানোর মূল্যও দেয় না! শ্রীচরণে ঠাঁই দিন শিববাবু—!

তাঁতী। ও বেগতিক বুঝে এখন···

পুরুত। একী বলছিস ভাই তাঁতীবন্ধু? আমি চিরকালই তোদের গুরুপে···মানে তোদেরই কেলাসে···

ছিদেম। আজ আমার কেলাসে! আর বাপের শ্রাদ্ধে যখন তোমারে ডাকতি গেলাম···তখন কোন্ কেলাসে ছিলে!

পুরুত। এবার তোর বাপ মরলে আমি নিশ্চয় আসব! শ্রীচরণে ঠাঁই দিন শিববাবু!

শিব। (ছলছল চোখে) দে দে, ওরে ছিদেম, হতভাগারে মাপ করে দে!

ছিদেম। (চীৎকার করে) চুপ মারো! ওরে চেনো না, ঝোলে লাউ অম্বলে কদু! হাঁদু সিংগি স্পাই করতি পাঠালো!

পুরুত। না না ··মাইবি না···পা ছুঁয়ে বলছি শিববাবু···

শিব। ওরে কাঁদছে যে!

ছিদেম। কাঁদতি দ্যাও! সুযোগমত ঠিকই হাসবে।

শিব। কী নিষ্ঠুর তোরা!

পুরুত। (পা ধরে) শিববাবু···আমার কি হবে!

শিব। আমার কিচ্ছু করার নেই রে! ওরা যা বলবে তাই হবে! তুই বরং বেলপাতাটা নিয়ে যা···

বংশী। তাই যাও, তুমি বে-বেলপাতা নিয়ে যাও! উ-উত্তরদিকে মুখ করে মাথায় ঘ'ষো!

পুরুত। একটু ঠাঁই হবে না কাকু ?

ছিদেম। (শিবকে) তোমারেও বলি বাপু, যার তার কান্না শুনে গ'লে যেয়ো না ! তুমি বড্ড দুব্বল-চিত্ত !

শিব। কী, আমি দুর্বল ! হাঃ হাঃ হাঃ ! খুব শক্ত ! এই ছ্যাখ্… শক্ত কিনা ছ্যাখ্ ! (ঠাস ঠাস পুরুতের গালে চড় মেরে) হাঃ হাঃ হাঃ। আবার দেখাবো ? না থাক্ !…তোরা লোকজন যোগাড় কর। এখুনি যাত্রা করব ! সে বাঁদর দুটো কোথায় গেল রে ! নন্দী ভৃঙ্গী ! ওরে নন্দী ভৃঙ্গী ! (ঘুরে পুরুতের মুখের সামনে চড় তুলে) আবার দেখাবো ?

সকলে। জয়…শিববাবুর জয়…
জয়…চাষার নেতার জয়…
জয়…ঘোড়াডাঙার গরিব মানষের জয়…

[শিবের পিছু সকলে বেরিয়ে গেল।]

পুরুত। (চড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে) ঘোড়াডাঙার চাকা ঘুরে যাচ্ছে ! এরাই জিতবে ! মা—মাগো !

[বাইরে নন্দী, ভৃঙ্গীর প্রমত্ত হাসি শোনা গেল। বাসিনী সিদ্ধির পাত্র হাতে ঢুকল]

বাসিনী। (হতাশ গলায়) মা মাগো ! এখনও মরল না !

পুরুত। কে !

বাসিনী। ঐ যে তোমার ন্যাতা বাবাজীর চেলা দু'টো ! এতো বিষ খাওয়ালুম—

পুরুত। বিষ খাওয়ালি ?

বাসিনী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! দু ভাঁড় সিদ্ধির সাথে দু বোতল ফলিডল !

যার একফোঁটা পেটে গেলে ঠাকুর তুমি এতক্ষণে ঘাটে পৌঁছে যেতে !

পুরুত। দু বোতল ফলিডল হজম !

বাসিনী। বাবুর কাছে মুখ দেখাতে পারব না ! বড়মুখ করে বলে এসেছিনু, বাবু বুড়োটারে না পারি গেঁড়ে দুটোকে পারব। বিলের ধারে বসে গানও গাচ্ছিল, হাতে-নাতে পেয়েও গেলাম…

পুরুত। বিষও ফেল ! পারবিনে…পারবিনে…ও বাসিনী, চাকা ঘুরে যাচ্ছে !

বাসিনী। (কোমরে কাপড় জড়িয়ে) বাসিনী জম্মে কারো কাছে হারেনি, বুঝলে ? দুটো পুঁচকে ছোঁড়া !…আয় রে আমার সেঁকো বিষ !

[আঁচল থেকে সেঁকো বিষ পাত্রে ঢেলে ঘুঁটতে ঘুঁটতে]

মারতে না পারলে বাবুর খাতা থেকে বাসিনী নাপতেনির নাম খারিজ হয়ে যাবে গো…

[নন্দী ভৃঙ্গী বেদম সিদ্ধি খেয়ে টলতে টলতে ঢুকল]

পুরুত। পারবিনে, পারবিনে বাসিনী ! দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি হাঁদু সিংগির গ্যাস লিক হয়ে যাচ্ছে ! মা…মাগো…ওমা রক্ষে করো মা !

[পুরুত ছুটে বেরিয়ে গেল]

নন্দী। (ডাকে) বাসু…বাসু…

ভৃঙ্গী। ওগো কোথায় গেলে গো ! (বাসিনীর সামনে বসে) ওগো মমতাময়ী সুন্দরী বাসিনী…

নন্দী। (বাসিনীর আর এক পাশে এসে) বাসু…টুকটুকি ! আমার গরম মশলা ! টোপাকুল !

ভৃঙ্গী। ওগো মনোহারিণী···হৃদয়দাহিনী বাসিনী!

নন্দী। আমায় ভালবেসেছ! (গুনগুন করে) ভালবেসে বেসে বাসোরে ভালো···নইলে বেসো না···বলো বাসু, ঐ বৌ কথা-কও পাখিটাকে সাক্ষী করে বলো, ভালবাসি···ভালবাসি···

ভৃঙ্গী। ওগো···

নন্দী। বাসু···বাসু আমি তোমার রাঙাবাবু! আমি তোমার লক্কা পায়রা!

ভৃঙ্গী। ওগো আমি তোমার চিত্তচকোর!

নন্দী। গেঁড়ে মুকুন্দ! যত আদ্যিকালের বুলি ধরেছে! (ভৃঙ্গীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে) শোন্ শোন্ শুনে শেখ···আমি তোমার কোমরের ঘুন্সি রাণী!

[বাসিনীর সেঁকো বিষ মেশানো শেষ হলো। নন্দীর হাত ছাড়িয়ে ভৃঙ্গীর কাছে গেল।]

ভৃঙ্গী। ওগো···

নন্দী। ওর গায়ে হাত দিও না সোনা। বাবার চামচাগিরি করে করে বাবার মত ভাঁড় বনেছে! ন্যাকা ষষ্ঠী! এদিকে এসো···

বাসিনী। (ভৃঙ্গীর কাছে গিয়ে) এই তো আমি! মরণ! চোখে হারাও কেন?

নন্দী। বাসু! ও ভাঁড়টার গায়ে তুমি হাত দিয়ো না!

বাসিনী। ভাঁড় হোক, কলসি হোক, যা আছে আমার আছে, লোকে বলতে এলে পালক ছাড়িয়ে নেব···

[ভৃঙ্গীর গায়ে হাত বুলায়]

ভৃঙ্গী। হ্যাঁগা···

বাসিনী। কী গা—

ভৃঙ্গী। হে সুন্দরী, তুমি আমার পত্নী হবে ?

বাসিনী। হব না ? বাসিনী আলতা পরে বসে আছে গা !

নন্দী। আমি এত সেজেগুজে এলাম ! আমায় ফেলে শেষকালে ঐ ন্যাকা ষষ্ঠীকে···

ভৃঙ্গী। হ্যাঁগা···

বাসিনী। কী গা···

ভৃঙ্গী। বক্ষে এসো রাণী। [বাসিনীকে বুকে টেনে নেয়]

নন্দী। বাস্··· (নিজের জুল্‌পি খিমচে ধরে) এ জুলপি আমি কার জন্যে রেখেছি !

বাসিনী। বিয়ে করে রাখবে কোথায় গো ?

ভৃঙ্গী। মাঠে মাঠে ঘুবব, নেচে নেচে বেড়াব রাণী !

বাসিনী। খাওন-পরন ?

ভৃঙ্গী। মাত্তর চারটে দিন, সত্তুমি, অষ্টুমী, নওমী, দশুমী···পেসাদ খেয়েই কাটিয়ে দেব সুন্দরী !

বাসিনী। পেসাদে নয় চারদিন কাটালে···তারপর কি হবে গা···

ভৃঙ্গী। তারপর আমি চলে যাব গা !

বাসিনী। সেকি ! আমায় ফেলে গা !

ভৃঙ্গী। অনেক দূরে গা ! আর দেখা হবে না গা ! আমরা শুধু চারদিনের স্বামী-স্ত্রী গা ! মাত্তর চারদিন আমাদের গায়ে-গা !

বাসিনী। পোড়াকপাল গা বাসিনীর, মাত্তর চাবদিনের জন্যে !

ভৃঙ্গী। ফুর্তি হবে, মন্দ কিগা !

বাসিনী। না, মাত্তর চারদিনে আমার হবে না গা। আমি ঘর করব

সোয়ামি-পুত্তুর নিয়ে সংসার করব! (নন্দীকে) তুমি চিরদিন রইবে গা?

নন্দী। আমাকেও চলে যেতে হবে বাসু!

বাসিনী। ও ফুর্তি করার কোকিল সব! কাকের বাসায় ডিম পেড়ে ভেগে যাবে! মেয়েটার কি হবে?

নন্দী। বিরহ! এ হলো স্বর্গীয় প্রেম বাসু, মেয়াদ চারদিন!

বাসিনী। (স্বগত) পেরেম টগবগ করছে! এইবার মরবি শালা!… শোনো গা রাঙাপাখিরা, তু'জনকেই মনে ধরেছে! পাত্তরে সিদ্ধি রেখেছি, বাসিনীর হাতে শরবৎ। যে আগে পাত্তর খালি করতে পারবে, পোড়াকপালি তারেই মালা দেবে গা!

[বাসিনী মালসাটা মাটিতে রাখে। নন্দী ও ভৃঙ্গী তুপাশ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে সিদ্ধি খেতে থাকে।]

বাসিনী। (কপালে হাত ঠেকাতে ঠেকাতে) এই চুমুক যেন শেষ চুমুক হয়! একেবারে শুয়ে পড়্! জিব ম্যাল্! গোঙা! মর্ মর্ যতো ফুর্তিবাজ!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী নিথর হয়ে ঢলে পড়ল]

বাসিনী। (হেসে উঠে) মরেছে! মরেছে! খতম!

[নন্দী ও ভৃঙ্গী গুন্‌গুন্ করতে করতে মাথা তুলল]

বাসিনী। (আতঙ্কে) আঁ—

[নন্দী ও ভৃঙ্গী সাপের মতো অর্ধদেহ খাড়া করে গান গায়।]

নন্দী ভৃঙ্গী। বঁধু ধরো ধরো…মালা পরো গলে…

বাসিনী। জ্বলছে না? বুক জ্বলে না?

ভৃঙ্গী। আহা! জ্বলবে কেন রাণী? সিদ্ধি কি আজ খাচ্ছি!

বাসিনী। বিষও রোজ খাস!

নন্দী। বিষে আমাদের কিছু হয় না রাণী! আমরা নীলকণ্ঠের বাচ্চা!

[দুদিকে দু'জন বাসিনীকে জড়িয়ে ধরে]

বাসিনী। (কাঁদো-কাঁদো গলায় ওদের ছাড়াতে ছাড়াতে) ভূত! ভূত! ছাড়্! ছাড়্!

নন্দী-ভৃঙ্গী। বঁধু বলো বলো কারে দেবে মালা···
জ্বলে ধিকি ধিকি বুকে প্রেমজ্বালা···

[বাসিনী ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে। ওরা দুজনে গেয়ে চলেছে আঁচল ধরে ঝুলতে ঝুলতে।]

বাসিনী। দূর হ, দূর হ!

[শিব ঢোকে]

নন্দী ভৃঙ্গ। পেন্নাম করো বাসু, তোমার শ্বশুর!

[বাসিনী চোখে আঁচল দিয়ে পালায়। শিব নন্দীর চুলের মুঠি ধরে তোলে। ভৃঙ্গীর মাথায় চুল না পেয়ে শিবের হাত স্লিপ্ করায় ভৃঙ্গী রেহাই পেল।]

ভৃঙ্গী। (নন্দীর পরিণামে হেসে) আর একটু বড় চুল রাখ··হি হি হি···দ্যাখ্, নেড়া হলে কত সুবিধে! আমায় ধরতে পারে না!

শিব। সিদ্ধি টেনে মৌতাত হচ্ছে! আর আমি একটু গুড়িও পাইনে! কাঁচা তামাক!

নন্দী। সাধ করে যদি মরো আমরা কি করব !

ভৃঙ্গী। আমরা মাল খাব, প্রেম করব···

নন্দী। যতো চাকর-বাকরের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে! ভূতনাথগিরি ছাড়বে ?

শিব। মালটা দিল কে···ওই ছুঁড়িটা !

নন্দী। হ্যাঁ, হাঁদুবাবু পাঠিয়ে দিয়েছে !

শিব। তোরা তাই খেলি ? আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছিষ্ট !

নন্দী। প্রতিদ্বন্দ্বী ! কোথায় খাপ খুলতে এয়েছো শম্ভু ! এর নাম ঘোড়াভাঙা ! হাঁদুবাবু তোমার থোবনা পাংচার করে দেবে !

শিব। তোরাও একথা বললি ! ওদের না হয় আমি দর্শন দিচ্ছিনে বলে আমার মহিমে ধরতে পাচ্ছে না ! কিন্তু তোরা···নন্দী ভৃঙ্গী···দেখিসনি আমার নরকাসুর বধ···দৈত্যকুল বিনাশ··· আমার দক্ষযজ্ঞ ··আমি মহাপ্রলয়কর্তা শিব···

ভৃঙ্গী। ধ্যাত্তেরি তোর শিব ! জোতদার শিবেরও অসাধ্যি !

[শিব বাক্যব্যয় না করে নন্দী ও ভৃঙ্গীকে কাঁধে তুলে নেয়, ঠিক সতীদেহ যেমন করে নিয়েছিল]

শিব। (কলা-বৌকে) চলি গিন্নি, জোতদাব শাসন করে আসি। (একটু থেমে) নাট্টিপুট্টি ! তোমার তো এখনো প্রাণই পিতিষ্ঠে হয়নি !

[শিব নন্দী ভৃঙ্গীকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কলা-বৌ-এর ওপর আলোটা কেন্দ্রীভূত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

অন্ধকার মঞ্চে হাঁদু সিংগির মুখে গড়গড়া জ্বলছে। অন্ধকারে কলকের আগুন বাড়ছে কমছে। নায়েব একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে।]

হাঁহু। ছাগল! রামছাগল! আমার নাকের ডগায় বসে চাষা খ্যাপাচ্ছে! (নায়েবের কান্না শোনা গেল) ডু ইউ নো, হোয়াট উইল বি আফটার…ওরা একবার ক্ষেপে গেলে?

নায়েব। (কেঁদে কেঁদে) মাথাটা ট্যাবলা করে দিয়েছে বাবু, ইঃ এত্তোবড় ঢোল—

হাঁহু। এরপর ধুলোয় গড়াগড়ি খাবি সব। ওই চাষারা ধরে ধরে তোদের এক-একটাকে গিলে খাবে। একটা লাশ…সারা দিনের মধ্যে একটা লাশ নামাতে পারল না! (নায়েব কেঁদে ওঠে) ওরে ওরা যে আমার একজিস্‌টেন্‌স লুপ্ত করে দেবেরে শালা!

নায়েব। (কেঁদে কেঁদে) দশমণ ওজন…একহাতে তুলে…পেতলের আংটা বসানো ঢোলখানা…ধাঁই করে…

হাঁহু। আবার ঢোল! কোন্‌কালে ঢোল খেয়েছে…কতো ঘাটের জল গড়িয়ে গেল…শালা এখনো সেই ঢোল ধরে বসে আছে!… আমার ঘোড়াডাঙা বেদখল হয়ে যাচ্ছে! আমার ঘোড়াডাঙা! আমার বাপের ঘোড়াডাঙা…হাঁহু সিংগির চোদ্দ পুরুষের ঘোড়াডাঙা! পুলিশে খবর গেছে?

নায়েব। সদরে লোক পাঠিয়েছি অবিলম্বে দু'গাড়ি ঢোল পাঠাতে—

হাঁহু। ঢোল পাঠাতে!

নায়েব। (সামলে) সি. আর. পি. পাঠাতে…

হাঁহু। গ্যাখ্‌ শালা, তোদের দৌড়! একটু আন্দোলন হয়েছে কি না হয়েছে…সি. আর. পি. খুঁজতে হচ্ছে! সরকারী হেল্প! হাঁহু সিংগির নিজের কোনো ফুটিং নেই! যতো রঙ হর্স ব্যাক করে করে—

[হন্তদন্ত হয়ে ঢুলী ঢোকে]

ঢুলী। বাবু-উ!

হাঁহু। আবার কী!

ঢুলী। ওরা এদিকে আসছে বাবু…

নায়েব। কারা?

ঢুলী। (হাঁপাতে হাঁপাতে) চাষাপাড়া! সামনে সেই ডুগডুগিঅলা… পেছনে ঘোড়াডাঙা! রৈ রৈ করছে! মেরে ধুনে দেবে বাবু-উ!

নায়েব। আগের বারে ঢোল দিয়ে মেরেছিল…এবারেও কি ঢোল দিয়ে মারবে বাবু!

হাঁহু। মেরে ঢোল বানাব তোকে! চুপ!

ঢুলী। ফটক বন্ধ ক' দেব বাবু!

হাঁহু। না খোলা রাখ্! ঢুকতে দে!…বাঘের গুহায় ঢুকছো নেতা-বাবাজী! এসো, থাবাখানা দেখে যাও! থাবা!

নায়েব। বাবু…

হাঁহু। ভাল করে আপ্যায়ন করতে হবে! বন্দুকটা ভরে রাখ!

[নায়েব ও ঢুলী ছুটে বেরিয়ে গেল।]

মা—মাগো! জীবনে তোর হাঁহু এমন সঙ্কটে পড়েনি মা! কি করে ঠেকাবো! মাগো, সারাজীবন তোর ভজনা করলুম…বুদ্ধি দে, বল দে…ওমা জগদশ্বরী, দেখা দে মা…দেখা দে…

[হাঁহু বেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে চালচিত্রের খোপগুলিতে আলো ফুটে উঠল। মধ্যখানের খোপে মা দুর্গার মূর্তি শোভা পাচ্ছে। দুপাশে কার্তিক ও গণেশ। লক্ষ্মী সরস্বতীর খোপ দুটি খালি। যথাক্রমে

প্যাঁচা ও হাঁস বসানো। দুর্গার বাহুমূলে শোলার তৈরি আরো চারখানি করে ছোট ছোট হাত। পরীর মতো মা-দুর্গা মধ্যিখানে মুদ্রিতনয়না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। চালচিত্র ঘিরে লাল-নীল টুনি-বাল্ব জ্বলছে নিবছে। গণেশ অনাবৃত ভুঁড়ির ওপর হাত-পাখা ঘোরাচ্ছে আর সরু মুখ করে ঢেকুর তুলছে—হেবৌ-হেবৌ। কার্তিকের মুখ গম্ভীর।]

কার্তিক। মা! মা! (দুর্গার সাড়া পাওয়া গেল না। গণেশকে—) শুনছ বড়দা, অবস্থা খুব খারাপ। এক্ষুনি একটা লড়াই বাঁধছে। একদিকে ঘোড়াডাঙার মানুষ…তাঁতী কলু জেলে চাষী…এক হৃদয়বান নেতার নেতৃত্বে তারা জোট বেঁধেছে…এগিয়ে আসছে। এদিকে জোতদার হাঁদু সিংগিও অস্ত্র শানাচ্ছে। এই মূহুর্তে জোতদারের প্যাঁগেলে চুপ করে বসে থাকা যায় না বড়দা। লোকে বলবে কি বড়দা! চলো সব বেরিয়ে পড়ি। ওদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এই নরাসুর জোতদারটাকে ধ্বংস করি।

গণেশ। হেবৌ! হেবৌ!

কার্তিক। বসে বসে খালি ঢেকুরই তুলছ বড়দা…

গণেশ। (মুচকি মুচকি হেসে) সারাদিন পুজোআচ্চা গেল! ধকল গেল। দেবতা বলে কি রেস্ট নেব না কাতু?

কার্তিক। তাহলে রেস্টই নাও, হাঁদু ওদিকে সব ফর্সা করে দিক। মানুষ কেটে চান করুক…আমরা উপস্থিত থাকতে, ব্লাডশেড হবে…শেম! শেম! শেম বড়দা!

গণেশ। হাঁহুবাবুকে মারব কিরে! পেটের ভেতর এখনো তার ভাত গজগজ করছে। হেবৌ!

কার্তিক। বড়দা, তুমি চিরকাল বড়লোকের পোঁ-ধরা···সবাই জানে গণেশের ইঁহুর চিরকাল বড়বাজারের গুদামঘরেই ল্যাজ নাড়ে···

গণেশ। হেবৌ! যার প্যাণ্ডেলে দাঁড়িয়ে আছিস—তারেই মারবি!

কার্তিক। চাইনি, হাঁহুর প্যাণ্ডেলে আমি উঠতে চাইনি—! কিন্তু তখন তোমাদের যা অবস্থা—সামনে পেয়েছি উঠে পড়েছি! লজ্জা করছে না বড়দা, হাঁহুর দেওয়া তাগা পরে হাত ঘোরাতে? খুলে ফ্যালো···

গণেশ। যে বলছে সে আগে গলার মবচেনটা খুলুক!

কার্তিক। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়ে পরেছি। নইলে ঘেন্না হয়। (গলার চেন খুলে ফেলে) মা ঘুমুচ্ছে। জেগে উঠে যদি শোনে আমরা দুর্গত মানুষ রক্ষা করিনি···

গণেশ। হেবৌ!

কার্তিক। ওফ্! গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেছে!

গণেশ। তুমি খাওনি? সরো আর লক্ষ্মী বলছিল, ওবেলা নাকি মোষের টেংরিখানা একাই মেরেছো!

কার্তিক। চুপ করো! লক্ষ্মী-সরো দুটোই সমান! সরস্বতীটা তো মোস্ট ইনএকটিভ! ওর হাতে পড়ে স্কুল-কলেজগুলো এক-একটা শুঁড়িখানা হয়ে যাচ্ছে। ছুরি বাগিয়ে ছাত্রগুলো মাস্টার-পণ্ডিতের পেট চিরছে! বই ফেলে টুকছে···সে দুটো গেছে কোথায়?

গণেশ। লক্ষ্মী গো-গো গগল্স পরে হাওয়া খেতে গেছে—আর

সরস্বতী জীন্‌স পরে বীণ বাজাচ্ছে—ওদের বোধহয় এবার আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবি না কাতু…

[লাফ দিয়ে খোপ থেকে মঞ্চে নেমে এসে]

কার্তিক। ওই করুক…ফ্যাশন করে ঘুরুক…ধ্বংসস্তূপের ওপর বীণা বাজিয়ে বেড়াক…আর তুমি ঢেকুরই তোল…

গণেশ। একা পেয়ে কেন আমাকে খুচখুচ আকুপাংচার করছিস কাতু? জানিস তো…হেবো…আমি হাঁদুবাবুর বিরুদ্ধে ন গচ্ছামি…

কার্তিক। থাক্ থাক্, আর সাফাই গাইতে হবে না। চিনে গেছে …দুনিয়ার মানুষ তোমাদেব চিনে গেছে। তোমরা লেবু শসার লোভে এখন বোধহয় হাঁদু সিংগির গোলামিও করতে পারো। পারচেজ্‌ড! মানুষ তোমাদের ডামি…খড়েব পুতুল ছাড়া আর কিছু ভাবে না!

গণেশ। কর্ কর্, যত খুশি আকুপাংচার করে যা…আমি নট নড়নচড়ন। হুঁ, হুঁ সন্ধ্যেবেলা হাঁদুবাবু জোড়া মোষ কাটবে—হেবো, আমি তৈরি হচ্ছি…

কার্তিক। ঠিক আছে, আমি একাই যাচ্ছি। ভেবেছ কি তোমরা, হাঁদু চিরকাল ওই দরিদ্র মানুষগুলোর মুখের গ্রাস কেড়ে এনে দেবে, আর তোমরা খাবে?

[কার্তিক বেরুতে যাবে, দুর্গা চোখ মেলে]

দুর্গা। কোথায় যাচ্ছ ছোটখোকা?

কার্তিক। মাগো, শয়তান জোতদার হাঁদু সিংগির প্যাপের থলি ভরতি হয়েছে মা। …নাশ করে আসি মা।

দুর্গা। কাকে নাশ করতে হবে না হবে, ঠিক করবে কে? তুমি না আমি?

কার্তিক। তুমি—

দুর্গা। তবে যা বলি শোনো, নিজের খোপে এসে চুপ করে দাঁড়াও!

কার্তিক। মা!

দুর্গা। হাঁহুকে মারবে! আমার হাঁহু, সোনা মানিক! জানিস্নে ও আমার কতবড় ভক্ত! কত জাঁকজমক করে আমার আরাধনা করছে—তাকে যাচ্ছে মারতে!

গণেশ। ঐ শোন্!

কার্তিক। তুমি যে জোতদার মারতে এলে মা?

দুর্গা। পোড়া কপাল আমার! ষাট্ ষাট্! সে তো তোদের বাবাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে এলাম! সত্যি সত্যি কি যে ডালে বসে আছি—সে ডাল কাটা যায় রে?

কার্তিক। মা তুমিও! তুমিও হাঁহুর ফর্-এ?…

দুর্গা। জগতটাকে চালাতে হয় কাকে ছোটখোকা! তোমাকে না আমাকে?

কার্তিক। তোমাকে!

দুর্গা। সেটা জানো আর এটা জানো না, আমি সংখ্যালঘুর গায়ে হাত দিতে পারিনে!

কার্তিক। কে সংখ্যালঘু! ঐ জোতদার!

দুর্গা। গুণে ত্যাখ্, মুখপোড়া ছেলে…মরে ছেড়ে মাত্তর ক'জন রয়েছে! সংখ্যালঘু জোতদার সম্প্রদায়ের দিকে না তাকালে, আমাকে ঠেকা দিয়ে রাখবে কে র‍্যা ও বড়খোকা—?

গণেশ। এখন বরং আমাদেরই উচিত হাঁদুবাবুর যাতে কিছু না হয় তাই দেখা! দরকার হলে এই বিপদে তার পিছনে দাঁড়ানো!

দুর্গা। তার দরকার হবে না বড়খোকা! হাঁদু মানিক তো আমার অসহায় না। তার সব আছে! পুলিশ আছে, সি. আর. পি. আছে, মিলিটারি আছে, কোর্ট আছে, কনস্টিটিউশন আছে, দশহাত ভরে মানিকের কোনো অভাব রাখিনি। কেউ ওর কিছু করতে পারবে না। মানিক আমার ঠিক হড়কে বেরিয়ে আসবে!

কার্তিক। মা মাগো, কি বলছ তুমি! তোমার এ মূর্তি যে কল্পনাও করিনি!

গণেশ। মায়ের কি আর একটা মূর্তিরে কাতু···হেবো···মা দশমায়া!

দুর্গা। ছোটখোকা! তুমি দেব-সেনাপতি! যখন আমার যে মায়া দেখবে···তুমিও তখন তেমনি মায়া ধরবে!

গণেশ। তুই হলি মার প্রশাসন! হেবো!

দুর্গা। ওই বড়দাকে ছাখ! দেখে শেখ। পায়ের ধুলো নে!

কার্তিক। জগত্তারিণী, দারিদ্রনাশিনী, জগতের এত যাতনা, তোমার বুকে বাজে না!

দুর্গা। বাজে বাজে! এত যাতনা সইতে পারিনে! তাই তো আমি মানিকদের ছেড়ে রেখেছি! ওরা মারুক, ঘর জ্বালাক, গরিব লোক মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিক···গরিব না মারলে, গরিবি দূর হবে কি করে ছোটখোকা?

গণেশ। মা তো দারিদ্র্যনাশিনী নারে, হেবো···মা দরিদ্রনাশিনী···

[নেপথ্যে লোকজনের হৈচৈ। ডুগডুগি বাজছে সব ছাপিয়ে।]

ওই...ওই সব আসছে!

দুর্গা। (ডুগডুগি শুনে মহা আতঙ্কে) কে র‍্যা! ও কার ডুগডুগি!

গণেশ। ওদের নেতার!

[ডুগডুগি বাজছে]

দুর্গা। (দারুণ চীৎকার ছেড়ে দশ হাত নাচিয়ে মঞ্চে নেমে পড়ে) ডমরু! ডমরু! কে! ও বাজায় রে! ও যে কৈলেসের অবতার!

গণেশ। বাবা!...হ্যাঁ বাবার ডমরু! বাবা এল কখন?

কার্তিক। চাষীদের নিয়ে দল পাকাচ্ছে বাবা?

দুর্গা। (দশ হস্ত দুলিয়ে ছটফট করতে করতে) কালি-কালি করে দিল, হাড়মাস কালি-কালি করে দিল গা! বার বার ফেলে রেখে আসব, ঠিক পিছু নিয়ে হাজির হবে গা! বাবা-মা আমায় কোন্ ঘুঘুর গলায় ঝুলিয়েছিল রে। সারাজীবন একটু নিশ্চিন্তি হতে দিল না। অবতার চাষাদের নেতা হয়েছে!

গণেশ। মা...মাগো!

দুর্গা। কোনদিন ফিরে দেখল না কত ধানে কত চাল! শ্মশানে-মশানে গড়াগড়ি খেয়ে কাটালো, জনমদুখিনী আমি...কতদিক সামলে তবে নিজের মাহাত্মি টিঁকিয়ে রেখেছি। কি করব, কি করে সামলাব! মিন্‌সে আমায় পাগল করে দিল রে—

[গণেশ এসে দুর্গার মাথায় হাত-পাখার বাতাস করে]

গণেশ। করবি কি, ও কাত্তু, লড়াই বাঁধলে যে জিতুক যে হারুক, মা'রই সর্বনাশ !

দুর্গা। (হঠাৎ পাগলের মতো হেসে) হাঁহু মানিক যদি গুলি চালিয়ে ওর বাঘছাল ফুঁড়ে দেয় আমি তোদের বাবাকে হারাব···আর ও যদি আমার হাঁহুকে ত্রিশূল মেরে বসে, আমি···আমি···

[বলতে বলতে দুর্গা হাসতে হাসতে কেঁদে ওঠে। চকচকে গর্জন তেলমাখা মা দুর্গার চোখে-মুখে হাসি-কান্না একসঙ্গে খেলা করতে থাকে।]

গণেশ। একটা কিছু করবি তো ! মরেছে ! মা যে এই হাসছে এই কাঁদছে ! ও কাত্তু, চল্ বাবাকে ফিরিয়ে আনি ··

দুর্গা। টেনে নিয়ে আয়···বেঁধে নিয়ে আয়···হিড় হিড় করে···[দুর্গা চুল টানে]

গণেশ। ওমা, ওমা, চুল ছাড়ো। কলপ উঠে যাবে যে !

দুর্গা। হয় স্বামী নয় পুত্র ! হয় হাঁহু নয় শম্ভু ! হয় শাঁখা নয় গয়না···ওরে ও রসিক বিধাতা, নারীকে করিলে কেন একসঙ্গে ভার্যা এবং মাতা !

[গণেশের হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে কার্তিকের পিঠে ঠাঁই ঠাঁই করে মারতে মারতে]

যা না মুখপোড়া, হাঁ করে না দাঁড়িয়ে, যা···হাঁহুকে বাঁচা ! না পারিস তো মরামুখ ছ্যাখ্···আমার মরামুখ ছ্যাখ্···

[টুপ করে আলো নিবে যায়। পুনর্বার আলো জ্বলতে দেখা যায় প্রতিমারা অন্তর্হিত। মঞ্চের মাঝখানে শিবঠাকুর দুই কাঁধে নন্দী ভৃঙ্গীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে

ভয়ানক চোখে হাঁহুর প্রতীক্ষা করছে। উল্টো দিক থেকে হাঁহু সিংগি ঢোকে।]

হাঁহু। আরে আসুন...আসুন...আসুন ভাই শিববাবু। নমস্কার নমস্কার।

[শিব এবম্বিধ অভ্যর্থনায় স্তম্ভিত। নন্দী ও ভৃঙ্গী কাঁধে সিঁটিয়ে থাকে। ঢুলী চেয়ার নিয়ে এল।]

মুছে দে। মুছে দে। সকালে আসা হয়েছে ভাইটি। গেছে, কানে গেছে—ভোর না হতে শুনছি ঘোড়াডাঙার বিলে ডুগডুগি বাজছে। মধুর আগমনী। বসুন বসুন। গাঁয়ের কুটুম বলে কথা। আজকাল গাঁ-ঘরে ভুলেও তো কেউ পা মাড়ায় না। তা থাক তোরা শহরেই। আমি এই মাটিকাদা ছানি। না ছেনে কি করব ভাইটি। কনসটিটুয়েনসি না সামলালে রাষ্ট্রমন্ত্রী হব কি করে? হ্যাঃ হ্যাঃ। এসে গেছে। গাঁয়ে বিদ্যুৎ এনে ফেলেছি। এই তো আমার ঘরে দেখছেন। হ্যা হ্যা...ঠিক করলাম ভাই, শহরে যখন নিববে, থারটি-টু মেগাওয়াট গাঁয়ে এসে ঘুরবে। থাম্বাগুলো দেখছেন তো। কি দেখছেন ভাই অমন করে...আমি এক অতি দীন অভাজন ব্যক্তি:...

[শিব ধপ্ করে বসে পড়ে]

আহা। আহা। মাটিতে কেন। তা বসুন, ওটুকু কাষ্ঠাসনে তিন-জনকে তো ধরবে না। (নন্দী ভৃঙ্গীকে দেখিয়ে) ও দুটি কে ভাই ...ক্লাইম্বিং এ্যাণ্ড ক্লাইম্বিং...টু লিট্‌ল্ মাঙ্কিস্। পায়রা...ও পায়রা। ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে। মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে এসো।

[নায়েব...যার নাম পায়রা...মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে আসে।]

হাঁহু। কী মিষ্টি গো পায়রা?

নায়েব। রসগোল্লা!

হাঁদু। ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? দাও···

নায়েব। (শিবের মুখের কাছে হাঁড়ি ধরে) এই যে!

হাঁদু। আগে ক্ষমা চা! কান ধরে ক্ষমা চা! বল্ আমার একশিরে আছে, সকালে পেন উঠেছিল, অকথা-কুকথা বেরিয়ে গেছে! আর কোনদিন বলব না!

নায়েব। (কান ধরে) আর বলব না!

হাঁদু। হ্যাঁ, তোর মত লোকের এই সাজা! (শিবকে) আরো মারলেন না কেন ভাইটি? পিটিয়ে ছ্যাগুলুম বানিয়ে দিলেন না ভাইটি! (নায়েবকে) অ্যাজ সুন অ্যাজ পজিব্‌ল্ একশিরে কাটিয়ে ফেলবে!

নায়েব। (শিবের সামনে কান ধরে) কাটাব।

হাঁদু। এবার ওদের দুটিকে নামিয়ে রসগোল্লা খাওয়া! এতো ওয়েট বইছেন কি করে ভাইটি?

[শিব সেই থেকে একদৃষ্টে হাঁদুর দিকে তাকিয়ে। নন্দী ভৃঙ্গী রসগোল্লা আসা থেকে অস্থির হচ্ছিল, এবার নায়েবের কাছে ছুটে গেল।]

শিব। অ্যাও!

হাঁদু। খাক্ খাক্! এই তো খাবার বয়েস। দয়া করে যে গরিবের কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আপনারা···

শিব। কুঁড়ে ঘর, না পাকা দালান!

হাঁদু। অ্যাঁ? হ্যাঁ ভাই পাকা! পাকা না করলে তো উপায় নেই দাদা, বছরে থ্রাইস বন্যা আসে। সারা গাঁয়ে এই একখানা দালান!

[ছিদেম, বংশী ও গোবর্ধন ঢোকে]

হাঁদু। আপনার ফলোয়ার্সরা সব্বাই এখানেই আশ্রয় পায়। ওদের তো বাঁচতে হবে।

ছিদেম। তার জন্যে তোমার ঘুম হচ্ছে না।

হাঁদু। কে?

ছিদেম। জলে দেশ ভাসে…গাছের মাথায় রাত কাটাই…

হাঁদু। বেশ বেশ, কিন্তু গাছগুলোও তো আমারই পয়সায় পোঁতা…

ছিদেম। গাছ পুঁতেছ বন্যেতে আমাদের বাঁচাতি।

বংশী। গো-ও-লাটা ভরেছ…সেও বাঁচাতি।

গোবর্ধন। রিলিফের গমগুলান পর্যন্ত বেলাকে ঝাড়ো, সেও মোদের ভালোর তরে?

হাঁদু। কথা হচ্ছে ওঁর সঙ্গে আমার সঙ্গে। এর মধ্যে তোমরা কেন? কোত্থেকে আসছ? এখানে কি চাই? বাইরে যাও।

শিব। ওরা থাকবে। বোস সব। (চেয়ার দেখিয়ে) ওখানে বোস।

হাঁদু। একজন, একজন বসবে। এদিকে আমি…মাঝখানে লীডার শিববাবু থাকছেন…আর তোমাদের একজন প্রতিনিধি। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। ব্যস্…বাকিরা বাইরে যাও।

ছিদেম বংশী গোবর্ধন। এই যাচ্ছি। (বাইরে তাকিয়ে) তোরাও চলে আয়।

হাঁদু। একি একি ভাই, ত্রিপাক্ষিকের সব নিয়মকানুন ভাঙছে যে?

শিব। ত্রিপাক্ষিকে তিনজন থাকে?

হাঁদু। সবই তো জানেন ভাই, রাইটার্সে কত ট্রিপারটাইটে বসেছেন…

শিব। (বাইরে তাকিয়ে) আর কেউ ঢুকবে না। ছিদেম ছাড়া সব বাইরে—

ছিদেম বংশী গোবর্ধন। কেন?

শিব। আচ্ছা থাক্‌…কিন্তু চুপটি করে। (চোখ মট্‌কে) ত্রিপাক্ষিকটা দেখে নিতে দে। (চাপা গলায়) তারপর ব্যাটাকে…

হাঁদু। (একান্তে) পায়রা, পুলিশ।

নায়েব। এলো বলে…

শিব। কই…শুরু হোক্‌ ত্রিপাক্ষিক।

হাঁদু। হোক্‌। তোদের পক্ষে ছিদেম বলবে, আর এদিকে আমি, আর সব চুপ। পায়রা চুপচাপ রসগোল্লা খাওয়াবে। স্টার্ট।

শিব। (গা ঝাড়া দিয়ে) তোমার বাড়ি একশো গরু, পঞ্চাশটা গোলা…শুনলাম গরিবদের চুষে খাওয়া হয়।

হাঁদু। চুষে…আমি? ওরা তাই বলছে? দেখেছ পায়রা, আমার মত নিখাগী মানুষের পেছনে কিভাবে সব লেগেছে…বলো না, আমার কি খাবার অবস্থা।

নায়েব। বাবুর ডায়াবিটিস, চুষে চিবিয়ে কোনোভাবেই খাওয়ার পারমিশান নেই।

শিব। (ঘাড় নাড়তে নাড়তে হঠাৎ) ও…ও কেন কথা বলছে।

হাঁদু। কেন কথা বলছ। নলটা ভরেছ? (নায়েব ঘাড় নাড়ে) যাও, ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াও।…নেকস্‌ট পয়েন্ট।

[নায়েবের পিছু পিছু নন্দী ভৃঙ্গী ভেতরে চলে গেল।]

শিব। জমিজমা তো সবই হস্তগত।

হাঁদু। ফল্‌স। জমিদারি চলে যাবার পর সত্তর বিঘের বেশি আইনত হাতে রাখার উপায় নেই। সব বেনামী। সেটেল্‌মেন্টের খাতা দেখুন…সব ওদের নামে করা আছে। খাতাকলমে জমি ছিদেমেরও যতটুকু আমারও ততটুকু।

ছিদেম। তবে ফসল আমার ঘরে ওঠে না কেন?

শিব। তবে? ওরা ফসল পায় না কেন?

হাঁদু। জোতজমিও পাবে, ফসলও পাবে, সবই পাবে…এই কি বিচার? বুঝে বলুন শিববাবু!

বংশী। না, চাষ করব আমরা, মধু খাবা তুমি—এই বিচার!

শিব। বংশী, কথা বোলো না! এটা ত্রিপাক্ষিক!

হাঁদু। হ্যাঁ, ধানচাল আমি নিচ্ছি, কিন্তু নিচ্ছি বলে আমি একাই খাচ্ছি বলতে চান?

শিব। তা বলি কি করে?

হাঁদু। পয়েন্ট! তাহলে নিশ্চয় এ ধান কেউ না কেউ খাচ্ছে!

শিব। খাবেই!

হাঁদু। ঘোড়াভাঙার লোক না খেলে উল্টোডাঙার লোক খাচ্ছে!

শিব। খাবে…

হাঁদু। তাদেরও খাবার চাই।

শিব। তা না হলে বাঁচবে কি করে?

হাঁদু। মানুষ না খেলে পোকামাকড়ে খাবে—

শিব। খাবে—

হাঁদু। তাদেরও বাঁচাতে হবে!

শিব। আলবৎ! তারাও জীব!

হাঁদু। তবে আমি মেরে খাচ্ছি, এর মানে কি?

শিব। কোনো মানে নেই!

সকলে। কত্তা!

শিব। সবাই মিলে কথা বালস কেন? এটা ত্রিপাক্ষিক না!

হাঁদু। এতগুলো খাই-খাই মানুষ রক্ষে করা কি সোজা কথা দাদা! তাও একেবারে দিচ্ছিনা তা নয়। দিচ্ছি! র‍্যাশন করে দিয়েছি। র‍্যাশনে আলো দিচ্ছি, র‍্যাশনে পোস্টকার্ড দিচ্ছি, র‍্যাশনে লেখা-

পড়া করাচ্ছি, চিকিচ্ছেটাও র‍্যাশনে করাবো—মড়ি পোড়াবো সেও র‍্যাশনে—

গোবর্ধন। শালা র‍্যাশন করে মারবে রে!

শিব। নাঃ, কিছুতেই করতে দিবিনে ত্রিপাক্ষিক!

বংশী। ধ্যাত্তুরি তোমার তে-তেপাক্ষিক! কাজের কাজ কিছু হবে!

হাঁহু। দেখুন ভাইটি, কারা ল-এণ্ড্-অর্ডার ভাঙে! দেখুন…

শিব। যা; বাইরে যা! ছিদেম বাদে সব বাইরে! কোন কথা না! মরে গেলেও ত্রিপাক্ষিক আমি ভাঙতে দেব না!

হাঁহু। মানুষ না ভাইটি, মানুষ না! হলে আপনার কথা ঠেলে! আপনি এতো করছেন।…হোল্ ওয়ার্লডে খাদ্যাভাব! বলুন ভাইটি, ঘোড়াডাঙায় যদি অভাব না থাকে, এ্যাসেম্ব্লি-তে এই নিয়ে কথা উঠবে না!

শিব। গায়ে থুতু দেবে তোমার।

হাঁহু। দেন্? দেন্ গণতন্ত্র থাকবে?

শিব। গণতন্ত্র কি জানিনে—তবে থাকবে না।

[বংশী, গোবর্ধন দাঁড়িয়ে আছে]

এখনও গেলিনে? ওঃ গণতন্ত্র রাখতে দিবিনে!

হাঁহু। উড্ ইউ বিলিভ্ শিবুদা, ওরা আমার লঞ্চের ভাড়া দেয় না!

শিব। লঞ্চ চড়ে ভাড়া দিসনে…

ছিদেম। কেন দেব? আগে ভাড়া ছিল চার পয়সা, সিটে গদি লটকে ভাড়া করলে আট আনা।

শিব। করেছ!

হাঁহু। তা গদি তো আমার বাপের কারখানায় তৈরী হয় না, তার একটা খরচা আছে।

ছিদেম। গদির পরে শতরঞ্চি বিছিয়ে ভাড়া করলে একটাকা!

শিব। তা তো হবেই! শতরঞ্চিরও একটা ভাড়া আছে!

হাঁদু। দিচ্ছে কে ভাইটি! শতরঞ্চিটা ছিঁড়ে গেছে বলে, বলে বাড়তি ভাড়া দেবে না।

শিব। তা ছিঁড়বে না! শতরঞ্চি কি অমর নাকি!

ছিদেম। কেন, শতরঞ্চি নেই, তবু একটাকা দেব কেন? শতরঞ্চির জন্যেই তো একটাকা হলো!

হাঁদু। আচ্ছা, শতরঞ্চির সঙ্গে লঞ্চ ভাড়ার কি সম্পর্ক ভাইটি?

শিব। ভাড়ার সাথে শতরঞ্চির সম্পর্ক! হ্যা হ্যা হ্যা, নাট্রিপুট্রি! কোনো সম্পর্ক নেই!

হাঁদু। পোঁদে লাথি মেরেও সেটা ওদের বোঝাতে পারবেন!

গোবর্ধন। শুনলে? খিস্তি করে! এর নাম তেপাক্কিক!

শিব। হাঁদুবাবু! (হাঁদু জিব কেটে দাঁড়িয়ে আছে) মাপ হয়ে গেছে, দাঁত তোল! তুমি নাকি জিনিসপত্তরের দাম বাড়াও হাঁদুবাবু?

হাঁদু। হোল্ ওয়াল্‌র্ডে প্রাইস রাইস্। আমি ফলো না করলে···

শিব। তোমায় একঘরে করে দেবে! ঠিকই তো!

হাঁদু। দেশ কালো টাকায় ছেয়ে গেছে! কালো টাকা তুলতে গেলেই চালের কেজি দশ টাকা করা দরকার!

ছিদেম। আরে, কি তুমি কালো ট্যাকা দেখাও, মোদের ট্যাকাই নেই···

হাঁদু। তোমার না থাক্ আমার আছে!

শিব। যার কাছেই থাক সেটা তুলতে হবে!

হাঁদু। তুলতে গেলেই দাম বাড়বে, এদিকে ক্রয়মূল্য বাড়াতে গেলে কালো টাকা তুললেই হবে না, ছাড়তেও হবে···

ছিদেম। তালে তোলা-ছাড়াই চলুক—হু-হু করে দামও বাড়ুক··· এসব কথার মানে বোঝো কত্তা!

শিব। এটুকু বুঝতে পারলি নে! তোরা কী রে! ধর্, এই কালো টাকা···অ্যাঁ···এই বাজারে ছাড়লাম···ওই দাম বাড়লো···এই তুলে নিলাম···এই ছাড়লাম···(হাত-পা দিয়ে তুলতে-ছাড়তে শিব দড়াম করে পড়ে যায়) মাথায় তোদের কী রে?

হাঁদু। ভাইটির মাথা একেবারে পরিষ্কার! এটা ধরুন!

শিব। টাকা কেন?

হাঁদু। কষ্ট করে ত্রিপাক্ষিকে বসলেন! পাঁচশো আছে!

শিব। তোমার টাকা আমি নেব কেন?

হাঁদু। কেন কি দাদা, নিতে হয়! ত্রিপাক্ষিকে নিতে হয়। (একটা চ্যাপ্টা বোতল এগিয়ে) এটা রেওয়াজ!

শিব। রেওয়াজ! না নিলে লোকে হাসবে? (সুকৌশলে বোতলটা নিয়ে) তবে দাও। কিছু মনে করো না হাঁদুবাবু, এক পক্ষের কথা শুনে তোমায় আমি প্রথমে ছকে উঠতে পারিনি।

হাঁদু। কি দরকার ছকাছকির, সোজা শহরে চলে যান। এখানে পাঁচশো পেলেন, শহরে গিয়ে যদি ঠিকমত কাঠি করতে পারেন, গোটা কয় ইউনিয়ন কব্জা করতে পারেন···হাজার হাজার বাঁধা। খানদান ফুর্তি করুন। সন্ধেবেলা থিয়েটার বায়োস্কোপ···মেনকা উর্বশীর নাচ মারে কে? ও দেখলে আপনি তো আপনি··· মহাদেবেরও রক্ত গরম!

শিব। মহাদেবের রক্ত গরম! হেঃ হেঃ হাঁদুবাবু বেজায় রসিক তো!

হাঁদু। পায়রা, একখানা গামছা আর হ্যারিকেন ধরিয়ে দাও।

ছিদেম। কত্তা ঘুষ খেলে?

শিব। ঘুষ না রে, ঘুষ না—কালো টাকা তুলে নিচ্ছি!

ছিদেম। আর মালের বোতল।

শিব। (সামলে) মাল না রে, কেরোসিন্ তেল, হ্যারিকেনে ভরব।

ছিদেম। কি করতে এসে কি করে যাচ্ছ।

শিব। তোরা বড্ড ঝগড়াটে বাপু। ভালবেসে দিলে, আমি কি না নিয়ে পারি? ওরে ছিদেম, আমি যে আশুতোষ রে! তাছাড়া হাঁদুবাবু তো বেশ লোক। দিব্যি লোক। হাঁদুবাবুর কাছে থাকবি। ভাল হয়ে চলবি···কেমন। ওরে নন্দী ভৃঙ্গী, খাওয়া হলো? আয় আয়···শহরে যাই···হাঁদুবাবু, একটা দায়িত্ব দেব। গণতন্ত্র। সেটা কি তন্ত্র তা জানিনে, কিন্তু রক্ষে করতে হবে! হ্যাঁ। কথা দাও হাঁদুবাবু। গণতন্ত্র বাঁচাবে। ওফ্, গণতন্ত্রের জন্যে আমার···বেচারী মরে যাচ্ছে গো—

[শিব মড়ি-কান্না জুড়ে দেয়। দারোগার সাজে কার্তিক আর কনস্টেবলের সাজে গণেশ ঢোকে]

কার্তিক। আর কাঁদতে দেব না শয়তান। হ্যাণ্ড্স্ আপ।

শিব। এরা কারা গো হাঁদুবাবু?

হাঁদু। তোর বাপ। ঘুঘু দেখেছিস এখনও ফাঁদ দেখিসনি শালা।

শিব। হাঁদুবাবু···

হাঁদু। চোপ্ শালা। বুক ফেঁড়ে দেব। ঘোড়াডাঙায় এসে মানুষ খেপানো হচ্ছে। তোর মতো অনেক লীডারের ভুঁড়ি ফুটো করেছি। হাঁদু সিংগির থাবা ছাখ···থাবা···

কার্তিক। আসতে একটু দেরি হয়ে গেল স্যার।

হাঁদু। আর দেরি না করে ফটক বন্ধ করে দাও। যতগুলো ঢুকেছে সব কটাকে আমার ভিতের ওপর চিৎ করে ফেলে ছুরমুশ করো।

কার্তিক। ইয়োর অর্ডার স্যার। গণপত্ সিং।

গণেশ। হুজৌর।

কার্তিক। হামার অর্ডার ইয়ে হ্যায় কি···

গণেশ। সমঝ্ গিয়া হুজৌর! ফটক বন্ধ! হেবৌ! এ শালে লোক হুজ্জুতি পাকাতা হ্যায়! হেবৌ! (শিবকে দেখিয়ে) ইয়ে শালা পাণ্ডা মারেঙ্গা ডাণ্ডা! [শিবের পেটে রুলের গুঁতো মারে]

হাঁহু। বাঘের গুহায় ঢুকেছে! একটাও যেন পালাতে না পারে!

কার্তিক। ইয়োর অর্ডার, ইয়োর অনার! (শিবের ত্রিশূল কেড়ে নিয়ে) বেআইনি অস্ত্র রাখাব দায়ে তুমি অ্যারেস্ট! চাষীদের ক্ষেপিয়ে শান্তি নষ্ট করার জন্যে অ্যারেস্ট! ঘোড়াডাঙার বিলে ডুগডুগি বাজানোর জন্য শিবচন্দর তুমি মিসায় আটক! [শিবের কোমরে দড়ি বাঁধে।]

গণেশ। (শিবের মাথা থেকে গাঁজার শেকড় বার করে) গাঁজা হ্যায় হুজৌর! এস্‌মাগলার!

কার্তিক। ইনটারন্যাশনাল স্মাগ্‌লার! নেপাল-সীমান্তে বেআইনি বর্মি কোকেন পাচারের জন্যে তোমাকে···আর কোন্ আইনে গাঁথব স্যার···আইন বড় indequate sir!

হাঁহু। অতো আইন মেনে কাজ করতে কে বলেছে তোকে! তোর চাকরি আমি ছাড়িয়ে দেব।

কার্তিক। (স্বগত) যা যা শালা, তোর চাকরির যেন পরোয়া করি!

[গণেশ পেটে গুঁতো দিতে ইন্‌সপেকটাররূপী কার্তিক সম্বিত ফিরে পায়]

ইওর ওনার, কেসটা পড়ছি! (কাগজ পড়ে) ঘোড়াডাঙার দুর্বৃত্তরা নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্ধকারে রাষ্ট্রমন্ত্রী হাঁহু সিংগিকে আক্রমণ করে। গোলায় আগুন ধরায়, হাঁহুবাবুর বুকের উপর বসে জিব টেনে বার করে, হাঁহুবাবুর কচি কচি মেয়েদের উপর করে বলাৎকার···

হাঁছ। হ্যাঁ, এমন করে কেস দাঁড় করাবি, যাতে আমার ওপর দেশবাসীর সিমপ্যাথি জাগে। (টাকা ছুঁড়ে) নে ধর্।

কার্তিক। আমাকে পারচেজ করছে!

গণেশ। (কার্তিকের পেটে রুলের গুঁতো মেরে) শিগগির নে। নইলে বুঝতে পারবে আমরা আসল পুলিশ না।

হাঁছ। সবকটাকে ধরে অন্ধ করে দে। নে...এদের চোখ উপড়ে নে...

[নন্দী ও ভৃঙ্গী মাছের মুড়ো চুষতে চুষতে ঢোকে। পেছনে নায়েব।]

ভৃঙ্গী। আঃ কী ঘিলু! কাতলা না রে?

নন্দী। রুই, রুই! নেড়ু কিছুই জানিসনে!

কার্তিক। এ ছুটো তো এই সঙ্গেই স্যার?

নন্দী ভৃঙ্গী। হ্যাঁ...

নায়েব। (ভৃঙ্গীর মাথায় মেরে) হ্যাঁ!

গণেশ। কী খাচ্ছে!

ভৃঙ্গী। মুড়ো! মুড়ো!

কার্তিক। দেশোদ্ধার করতে আসা হয়েছে, না?

নন্দী। (হাত চাটতে চাটতে) হ্যাঁ...অ্যাই, গলদা চিংড়ি দিলে না!

কার্তিক। (ধমকে উঠে জুতো ঠুকে) গণপত্ সিং!

গণেশ। (সেলাম ঠুকে) হুবৌ!

ভৃঙ্গী। (চটকা ভেঙ্গে) নন্দীরে.. পুলিশ!

কার্তিক। (শিবকে দেখিয়ে) ওর সাথে কি সম্পর্ক?

নন্দী। (শিবকে দেখে নিয়ে) কে? চিনিনে—

কার্তিক। চিনিসনে...

নন্দী। দেখিইনি কোনদিন—নারে ভৃঙ্গী...

কার্তিক। খুব লায়েক হয়েছ! গণপত্ সিং!

গণেশ। হো!

কার্তিক। (স্বগত) শুঁড় ডুবিয়ে সেঁটেছে! (জোরে) ছুটোকে আচ্ছা করে জাপানী প্রথায় ঠ্যাঙাও! গায়ে দাগ পড়বে না।

গণেশ। জী হুজৌর, পেটে পিলা পটক যায়, লেকিন উপরমে দাগা নেহি মালুম! আ-যা! আ-যা! [গণেশ হাত ধরে টানে]

ভৃঙ্গী। (হাঁড়ুর পায়ে পড়ে) রক্ষে করো! প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য! কাপড় কুঁচিয়ে দেব! পা টিপে দেব…

নন্দী। অ্যাই! ন্যাকা ষষ্ঠী কার পা টিপছিস!

ভৃঙ্গী। বাঁচতে চাস তো পা'র্ণ্টি খা। ন্যাকা সপ্তমী!

নন্দী ভৃঙ্গী। প্রভু হে, পিতা, পরমপিতা [নন্দী ও ভৃঙ্গী হাঁড়ুর পায়ে লুটোয়]

ছিদেম। (শিবকে) কত্তা, তেপাক্কিকের রস মিটেছে!…কত্তা, তোমার দোষ দিই নে, মোদের বেভ্রম। এট্টা কথা আজ বোঝলাম, পরের কাছা ধার করে পার পাওয়া যাবে না। কত্তা, গরিবেরে বাঁচতে হলে…তারে নিজেরে দাঁড়াতি হবে, লড়তি হবে!

হাঁড়ু। লড়বি, আমার সংগে লড়বি! জানিস, জানিস আমি কে?

শিব। (কাঁপতে কাঁপতে) পিশাচ জোতদার! ত্রিভুবনে আমার মুখ ডোবালি। আমার কোমরে দড়ি দিলি…

হাঃ হাঃ হাঃ আমারে বাঁধিলি মূর্খ!
জানিস নাকি ওরে মূঢ়, হলে প্রয়োজন…
সারা বিশ্ব বিদলি চরণে…
বিদলিয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ উল্কাচয়…
মহাকাল রুদ্ররোষে…
খুলিয়া জটায় বাঁধন, ডমরু নির্ঘোষে…
নৃত্য করি মহারঙ্গে প্রলয় বিধাতা। হাঃ হাঃ হাঃ…

আজি ছাখ ছাখরে পাপাত্মা···

চেয়ে ছাখ শিয়রে তোর উদিল শমন।

[শিব হাঁছুর চুলের মুঠি ধরে ঘুরপাক দেয়। হাঁছু শিবের উপর পিস্তল চেপে ধরে রয়েছে]

ওরে ও বাচ্চা মন্ত্রী, ভেবেছিস এটা তোর বাপের রাজত্বি!

কাটিয়া শতেক খণ্ডে রেণু রেণু করে ছড়াব ব্রহ্মাণ্ডে।

[হাঁছুর চুলের মুঠি শিবের হাতে। শিবের হাসিতে অন্ধকার হয় এবং নেপথ্যে ভয়াবহ নিনাদে মহাপ্রলয় শুরু হয়। শিব ধুতি খুলে ফেলে। কাপড়ের টুপি খুলে জটা এলিয়ে দেয়। ডমরু হাতে তা-তা থৈ-থৈ নৃত্য শুরু করে। হাছু পরিত্রাহি চীৎকার করে। নন্দী, ভৃঙ্গী, নায়েব সরে পড়েছে। ছিদেম গোবর্ধন বংশীও চলে গেছে। শুধু কার্তিক গণেশ দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গা ঝড়ের বেগে ঢোকে।]

দুর্গা। (পুরোনো যাত্রাভিনয়ের ঢঙে) রক্ষা করো···রক্ষা করো ওগো ত্রিভুবনপতি···রক্ষা করো বরপুত্রে মম···

[হাঁছুকে ছাড়িয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়]

না করিয়ো সৃষ্টিনাশ···ধ্বংসের দেবতা···ওগো বিশ্বত্রাস···শান্ত হও···শান্ত হও···

[শিব শান্ত হয়। আলো স্বাভাবিক হয়]

দুর্গা। (সরোষে) বাঁধ···বেঁধে নিয়ে চল্···(শিবকে) বলি, ভেবেছ কি তুমি! চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবো···কৈলেসে জেলখানা গড়বো···যাবজ্জীবন কয়েদ করে রাখব···তোমার নাচন-কোঁদন কী করে থামাতে হয়···হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন ছোটখোকা, পিচমোড়া দিয়ে বাঁধ···

কার্তিক। আমি আর তোমার দারোগাগিরি করতে পারব না।

দুর্গা। কী হয়েছে?

গণেশ। সে কি রে? ল অ্যাণ্ড অর্ডার ঠেকাবে কে!

কার্তিক। পচে গেছে, ল অর্ডার পচে গন্ধ বেরুচ্ছে! বাবাকে ছেড়ে দাও তোমরা, বাবা ধ্বংস করুন…লণ্ডভণ্ড করুন। একটা ওলট-পালট হয়ে যাক্, হোক বিপ্লব…[কার্তিক চলে যায়।]

গণেশ। কাতু বিপ্লবী হয়ে গেছে মা! ঠিক আছে, আমি আছি মা—

[গণেশ শিবকে জাপটে ধরে একটা চেয়ারে বসায়।]

বাব্বাঃ, বাবা কি ভারী? এখনো গা গরম…

[নন্দী ভৃঙ্গী জ্বলন্ত কল্কে নিয়ে ছুটে আসে। শিবের হাতে কল্কে দেয়।]

ধর্, ধর্ চেয়ার—দোলা করে নিয়ে যাই…

[নন্দী ভৃঙ্গী চেয়ার ধরতে যায়। শিব এতোক্ষণ সম্বিৎ-হারা হয়ে স্থানু এবং নির্নিমেষ ছিল। এবার হঠাৎ]

শিব। ব্যোম্! ব্যোম্!

[নন্দী ভৃঙ্গী পিছিয়ে আসে।]

দুর্গা। ধর্! ধর্! আবার ভণ্ডুল করে দেবে!

[নন্দী ভৃঙ্গী চেয়ার উঁচু করে তোলে।]

শিব। ব্যোম্! ব্যোম্!

দুর্গা। ছাড়িস্‌নে…ছাড়িসনে…

শিব। আমি কোথায় রে!

দুর্গা। নাগর দোলায়!

শিব। গিন্নি নাকি! ও গিন্নি!

দুর্গা। চলো…বাড়ি চলো ..

শিব। এটা কে? গণ্‌শা না! গণ্‌শা কেতো—তোরাই পুলিশ

নাকি! একী নন্দী ভৃঙ্গী, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ছাড়, আমি শয়তানটাকে মারছিলাম, সেটা কই! ছাড় ছাড়! ওরে ব্যাটা আমি শিব না শব? [শিব লাফিয়ে নেমে পড়ে।]

দুর্গা। ধর্ ধর্—

শিব। তাহলে তোমরা…তোমরাই বাঁচালে নরাসুরটাকে! আমি যে ছিদেমকে কথা দিয়েছি, শয়তান বিনাশ করব। ওদের ঘরে সারাদিন খুদ কুঁড়ো খেয়ে ভরসা দিয়েছি—ওদের ভাল করব! আর তোমরা…(থেমে) দেবী, এই কি তোমার রূপ! এই কি দুর্গতের দুর্গতিমোচন? নররক্তে যার জিহ্বা রক্তাক্ত, তাকে রক্ষা করছ…! বুঝি তারই দেওয়া অলংকারে ভূষিতা হয়ে …তারই অন্নে প্রতিপালিতা হয়ে…কে দিয়েছে, কে দিয়েছে বিশ্বজননী নাম…আজ হতে তুমি পিশাচজননী!

দুর্গা। একী! একী অভিশাপ দিলে!

শিব। অভিশাপ, মানুষের অভিশাপ ঝরছে আমার মাথায়। হ'ল …না রে ছিদেম, হ'ল না। জোতদারের ব্যাকিং বহুদূর। দেবতাদেরও কব্জা করেছে। ও ছিদেম, জোতদার শিবেরও অসাধ্যিরে…শিবেরও অসাধ্যি!

[শিব মাথায় হাত দিয়ে বসে। গণেশ নন্দী ভৃঙ্গী চলে যায়। দুর্গা তার পায়ের কাছে এসে বসে।]

দুর্গা। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—

শিব। জগন্মাতা? জগত না তোমার মুখ চেয়ে থাকে! মহামায়া? এ কি তোমার মায়া না মতিভ্রম!

দুর্গা। (শিবের পা ধরে) চিরদিন তুমি আমায় সুমতি দিয়েছ,

আমি ভুল করলে সে ভুল শুধরে দিয়েছ···আজও ভুল করেছিলাম, তুমি আমার চৈতন্য ফেরালে।

শিব। উমা। উমা।

দুর্গা। তুমি জ্ঞান তুমি চৈতন্য তুমি আলো তুমি মঙ্গল···আরেকবার ক্ষমা করো প্রভু—

শিব। (দুর্গার মাথায় হাত রাখতে গিয়ে থামে) কিন্তু মানুষের জন্যে আমরা কী করলাম—

দুর্গা। মানুষের কাজ মানুষই করবে। মানুষের শত্রুকে মানুষই মারবে। মানুষের বুকে তুমি চৈতন্য জাগিয়েছ, এবার তাদের ভালো মন্দ তারাই বেছে নিক···তাদের পথ তারা খুঁজে নিক। সেটাই হবে সব থেকে সুন্দর, সব থেকে মঙ্গল···

শিব। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ গিন্নি। তবে তাই হোক্! লেগে পড়···ও ছিদেম, লেগে পড়্! পারবি পারবি···পারলে তোরাই পারবি। কিছু করতে হলে তোদেরই করতে হবে! লেগে পড়্! উল্টেপাল্টে দে। আসছে বছর আমরা এসে যেন দেখতে পাই, ও ছিদেম, ভবের অসুর নাশ হয়েছে, তোরা জয়ী হয়েছিস··· পৃথিবী সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে···আসছে বছর আমরা তোদের ঘরে উঠব···ও ছিদেম, আমরা তোদের ঘরে উঠব···

[শিব ও দুর্গা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বরাভয় দিচ্ছে। সমস্ত আলো গুটিয়ে এসে তাদের ওপর পড়েছে। ক্রমশ আলোকবৃত্ত ছোট হতে হতে বিন্দুতে এসে দাঁড়াল।]

● যবনিকা